পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 227 Friday, 18 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২২৭ সংখ্যা ❋ ১ শ্রাবণ ১৪৩২, শুক্রবার, ১৮ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘অতিথি করে রেখেছে ভারত সরকার, আমি কী না বলেছি!’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ ‘ভারতে যে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। সে তো ভারতীয় নাগরিক। যাকেই পারছে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা!’ নিউটাউনে নিজশ্ৰী-সুজশ্ৰী আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধনী মঞ্চে ফের গর্জে উঠলেন মমতা। কেন্দ্রকে মনে করালেন অতীত! মনে করালেন একাত্তরের বাংলাদেশের প্রসঙ্গও। দাগলেন তোপের পর তোপ। মমতার স্পষ্ট প্রশ্ন, রোহিঙ্গা তো মায়ানমার। ওরা বাংলাটা জানল কোথা থেকে? ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক-হেনস্থা নিয়ে সুর চড়িয়েই চলেছে তৃণমূল। অন্যদিকে বাংলায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ বিজেপি। ‘রোহিঙ্গা’ ইস্যুতে সুর চড়িয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১৬ জুলাই বাঙালি পরিযায়ী হেনস্থার প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিলে মমতার হাঁটা নিয়ে তোপ দেগে বলেছিলেন, মমতা হাঁটছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাপোর্ট করে। কোনও রোহিঙ্গা মুসলমানের নাম ভোটার লিস্টে থাকতে পারে না। বিহারে যদি ৩০ লাখ বাদ চলে যায়, এখানে ৯০ লক্ষ আছে। এবার মুখ খুলতে দেখা গেল মমতাকে। নিউটাউনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার বাড়িয়ে মমতা বলেন, ‘‘ভারতে যে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। সে তো ভারতীয় নাগরিক। যাকেই পারছে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা! কোথা থেকে এল রোহিঙ্গা? রোহিঙ্গা তো মায়ানমার। ওরা বাংলাটা জানল কোথা থেকে?’’ এরপরই ইতিহাস মনে করিয়ে বলেন, ‘‘আর বাংলাদেশের লাস্ট চ্যাপ্টার ১৯৭১ মার্চ। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হয়েছিল। রিফিউজিরা এসেছিল। সব হারিয়ে আমাদের দেশে ফিরে এসেছিল সব হারিয়ে। তাঁরা তো ভেরি মাচ ইন্ডিয়ান সিটিজেন। এখন আসতে পারে না।’’ এরপরই শোনা যায় মমতার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য। বলেন, ‘‘এখন আসতে না পারলেও অতিথি করে

বাংলাদেশি ইস্যুতে বড় ইঙ্গিত মমতার

কয়েকজনকে রেখেছে ভারত সরকার। আমি কী না বলেছি? রাজনৈতিক কারণ আছে। ভারত সরকারের অন্য কারণ আছে। কই আমরা তো কখনও বলি না! আপনারা কেন বলবেন! বাংলাদেশে কথা বললেই বাংলাদেশি হয়ে গেল! আগে যখন বাংলাদেশে জন্মেছিল তখন ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ছিল। তাঁদের অভ্যাসটা রয়ে গিয়েছে কথা বলার। কিন্তু তাঁরা বাংলাদেশি নয়।’’ এদিন নিউটাউনে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ও স্বল্পবিত্ত নাগরিকদের জন্য রাজ্যের আবাসন ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বৃহস্পতিবার দু-দু’টি বিশেষ আবাসন প্রকল্প- সুজশ্ৰী ও নিজশ্ৰী উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, বাড়ি তৈরির জন্য কোনও টাকা পয়সা দেয় না কেন্দ্র। যে কারণে রাজ্য নিজের খরচে আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করে ফেলল। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, সরকার বাংলার উন্নয়নের জন্য বসে থাকার পাত্র নয়। এই প্রকল্প মূলত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সাশ্রয়ী ফ্ল্যাট সরবরাহের উদ্দেশ্যে তৈরি। আবাসনের পাশাপাশি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, উন্নত পরিকাঠামো এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে বহু মানুষ শহরে নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন বলে আশা করছে রাজ্য। এই আবাসন প্রকল্পে রয়েছে মোট ৭ একর জমি জুড়ে বহুতল ভবন। এখানে পাওয়া যাবে- (১) নিজশ্ৰী-৩০০ স্কয়ার ফিটের ৪১০টি ১ বিএইচকে ফ্ল্যাট। (২) সুজশ্ৰী-৬২০ স্কয়ার ফিটের ৭৩০টি ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট। সাশ্রয়ী দামে এই ফ্ল্যাটগুলি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার ও রূপার পাশের নবনির্মিত ভবনের সঙ্গে আধুনিক বহুতল পার্কিং কমপ্লেক্স সুসম্পন্ন। এই পার্কিং কমপ্লেক্সে থাকবে ৮ তলা গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, প্রায় ১৫০০ গাড়ির ধারণক্ষমতা, অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অন্যদিকে, তরঙ্গ প্রকল্পে থাকবে বিনোদন সুবিধা। যেখানে থাকবে ২০০ আসনবিশিষ্ট মুক্তমঞ্চ, শিশুদের জন্য বিনোদন পার্ক, সুন্দরভাবে সাজানো সবুজ পরিবেশ। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্প শুধুমাত্র আবাসন নয়, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সব ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করছে।

ফাঁসির সাজা থেকে তিন অভিযুক্তকে মুক্তি দিল হাইকোর্ট! হারিয়ে যাওয়া ১১ বছর নিয়ে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ এক যুগ আগে শিয়ালদহ স্টেশনের পার্কিং লটে দেহ উদ্ধার কাণ্ডে অবাক করে দেওয়া মোড়, খালাস পেলেন তিন অভিযুক্ত! হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, পুলিশের তদন্তে বহু ফাঁক-ফোকর ছিল। এতটাই যে, তা দিয়ে কাউকে দোষী প্রমাণ করা যায় না। আদালতের এই রায় ঘিরে আবারও মুখ পুড়ল তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা, প্রশ্ন উঠল বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে। আদালত সূত্রের খবর, ২০১৪ সালের ২০ মে। গরমের ছুটির মাঝবেলা। শিয়ালদহ স্টেশনের ব্যস্ত পার্কিং লটে পড়ে ছিল দড়ি বাঁধা এক লেপ, একটি বড় ট্রলি ব্যাগ আর একটি স্কুল ব্যাগ। সন্দেহ হওয়ায় তক্ষণা খবর দেওয়া হয় জিআরপিএফকে। ব্যাগ খোলার পর চমকে যায় গোটা শহর, মেলে এক মহিলার খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ। পরবর্তীতে জানা যায়, মৃতা ওই মহিলা হলেন জয়ন্তী দেব। সেই সময় পুলিশ দাবি করে, খুনের মূল চক্রী স্বামী সুরজিৎ দেব। সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয় তাঁর বান্ধবী লিপিকা পোদ্দার এবং এক যুবক সঞ্জয় বিশ্বাসকে। অভিযোগ, পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে পার্কিং লটে ফেলে দেওয়া হয়। তদন্তের পর ফাস্ট ট্র্যাক আদালত তিনজনকেই দোষী সাব্যস্ত করে এবং ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। পরে ২০১৯ সালে সেই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জানান অভিযুক্তেরা। এদিন দীর্ঘ শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বার রশিদীর ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে জানায়, ‘তদন্তে বহু ফাঁক-ফোকর রয়েছে, সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট নয়। এমন তদন্তের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।’ এরপরই আদালত তিন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয়। সাজা ঘোষণার পর থেকে একটানা এগারো বছর জেল খেটেছেন তাঁরা। আদালতের রায়ের পর প্রশ্ন তুলেছেন অভিযুক্তদের আইনজীবীরা, ‘যদি নির্দোষই হন, তবে এই এগারো বছর কে ফিরিয়ে দেবে?’ সুরজিৎ দেবের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমার মক্কেল আজ মুক্ত, কিন্তু যাঁর জীবন থেকে এগারোটা বছর কেটে গেল, তার ক্ষতিপূরণ কী?’’ আইনি মহলের একাংশ বলছে, এই রায় শুধু তিনজনের মুক্তি নয়, পুলিশের তদন্তের গাফিলতির নগ্ন চিত্র তুলে ধরল। প্রশ্ন উঠছে, জয়ন্তী দেবের প্রকৃত খুনি কে? তদন্ত এবার নতুন করে হবে তো? না কি চিরতরে অধরাই থেকে যাবে এই হত্যার রহস্য? জানা গিয়েছে, এই রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে পুলিশ ও সরকার। তবে একাংশ মনে করছেন, এই মামলাটি এবার নতুন করে তদন্তের দাবি জানাবে জয়ন্তী দেবের পরিবার।

উধাও চন্দননগরের রুশ-পুত্রবধূ! ভিক্টোরিয়ার খোঁজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ চন্দননগরের পুত্রবধূ ভিক্টোরিয়ার খোঁজে এবার কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। সন্তানকে নিয়ে রাশিয়ায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, এমনই অভিযোগ উঠেছে ওই রুশ মহিলার বিরুদ্ধে। তাঁর স্বামী সৈকত বসুর দাবি, চরবৃত্তি করে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন ভিক্টোরিয়া। ছেলেকে চূড়ান্ত অত্যাচার ও অবহেলা করতেন বলেও অভিযোগ ওঠে।

লুক আউট নোটিস জারির নির্দেশ

নতুন করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বসু পরিবার। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত ভিক্টোরিয়া ঝিঙ্গালিনা (বসু)-র বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। অবিলম্বে রাশিয়ান নাগরিক ভিক্টোরিয়া ও পাঁচ বছরের শিশুকে খুঁজে বের করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হল দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও বিদেশমন্ত্রককেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে অভিযুক্ত দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। শিশুকে খুঁজে বের করে তার বাবা সৈকত বসুর কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ

দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এছাড়াও, অবিলম্বে রাশিয়ান নাগরিক ভিক্টোরিয়া বসুর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। একইসঙ্গে রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিদেশ মন্ত্রককে। সৈকতের আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এটা একটা নজিরবিহীন নির্দেশ।’’ সৈকত বসুর দাবি, গত ৪ জুলাই শেষবার ভিক্টোরিয়াকে রাশিয়ান দূতাবাসের এক আধিকারিকের সঙ্গে দিল্লির রাশিয়ান দূতাবাসে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছিল। সেই দূতাবাস আধিকারিকের বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাতে তল্লাশি করা হয়, বিদেশ মন্ত্রককে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইনজীবী আরও জানান, রাশিয়ান দূতাবাস ভারতীয় আইনের প্রতি সম্মান জানিয়ে যাতে সবরকম সহযোগিতা করে, সে কথাও বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন বিভাগে অভিযুক্তের নামে লুক আউট নোটিশ জারি করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে ভিক্টোরিয়া দেশের বাইরে চলে যেতে পারে, তেমনটাই নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসুর। তাঁর বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত নেভি অফিসার। অন্যদিকে, সৈকতের দাবি, তিনি বিয়ের পর জানতে পারেন ভিক্টোরিয়ার বাবা রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থার প্রাক্তন কর্মী। শুধু তাই নয়, ভিক্টোরিয়া চন্দননগরে আসার পর থেকে বারবার ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন বলে অভিযোগ। ছেলের উপর অত্যাচার করার অভিযোগও উঠেছে, তাঁর বিরুদ্ধে।

বদলে গেল আবহাওয়ার ‘মুড’, একটানা নিম্নচাপের পর দক্ষিণবঙ্গের কপালে কী অপেক্ষা করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ পরপর কয়েকদিন বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল কলকাতাবাসীর। ছাতা ছাড়া রাস্তার বেরনোর উপায় ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একটানা বৃষ্টি চলছিল রাজ্যের একাধিক জেলায়। যার জেরে একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। তবে, বৃহস্পতিবার সকালে ‘মুড’ বদলে গেল আকাশের। উধাও মেঘ। ঝকঝকে আকাশ। ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে নিম্নচাপও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যে কয়েটকটি জেলায় বৃষ্টি হবে, সেখানে হালকা ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার থেকে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায় হবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। তবে উত্তরের আবহাওয়া হবে দক্ষিণের থেকে অনেকটাই আলাদা। আগামী শনিবার অর্থাৎ ১৯ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি

ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের একাধিক জেলায়। এর মধ্যে ২০ তারিখে দার্জিলিং ও আশপাশের অঞ্চলে হবে অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলায়। রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সোমবার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ ও বাড়বে অস্বস্তি। আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তিজনক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। বাড়বে তাপমাত্রা। জানা গিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা পাকিস্তান সংলগ্ন রাজস্থান থেকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের উপর দিয়ে বাঁকুড়া হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। আজ, বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৯৫ থেকে ৯৯ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৩.৬ মিলিমিটার।

সিভিকের ‘এন্ট্রি’ নয়, কড়া নির্দেশ নবান্নে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি এড়িয়ে নবান্নের ১৪ তলায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয় নবান্ন। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। সিভিক ভলান্টিয়ারকে আটকও করা হয়। ওই ঘটনার পরই সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হল, নবান্নের তরফে। কোনও সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না নবান্নে। দেওয়া হল মৌখিক নির্দেশ। বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার নবান্ন চত্বরে ঢুকতে পারবেন না। পুলিশকর্মীদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঢুকতে হবে। ডিরেক্টর অব সিকিউরিটির তরফ থেকে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিন। এছাড়া শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার নয়, নির্দেশে বলা হয়েছে, নবান্নে কর্মরত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। ঢুকতে হলে পাস সেকশন দিয়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে ঢোকেন সেই নিয়ম মেনে ঢুকতে হবে। গত মঙ্গলবার দুপুরে ১৪ তলায় এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, তিনি একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। সূত্রের খবর, নর্থ গেট দিয়ে ওই যুবক নবান্নে ঢোকেন। নর্থ গেট দিয়ে অনেক সময়ই সিভিক ভলান্টিয়াররা জল নিতে ভিতরে ঢোকেন। ওই যুবকও তেমনই জল নিতে ভেতরে ঢুকছেন বলে মনে করছেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

‘আবেগ সব রাজনৈতিক দলের আছে, কতদিন ধরে সহ্য করতে হবে?’, বিরক্ত হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ আর মাত্র চারদিন পর তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এবার ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছে সভা হওয়ার কথা। প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়েও একাধিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কলকাতা পুলিশ। এবার সেই ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল আদালত। সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়, এই অভিযোগ তুলে ২১ জুলাই নিয়ে একটি মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। মামলাকারীর দাবি ছিল, ব্যস্ত সময়ে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয় ওই সভার জন্য। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘‘এই সভা নিয়ে আমি কিছু শর্ত দেব’’। সময় আর বেশি বাকি নেই, তাই জায়গা বদল করার কথা বলেনি আদালত। তবে আগামী বছর থেকে জায়গা বদলের কথা ভাবতে বলেছেন রাজ্যকে। ভিক্টোরিয়া হাউসের বদলে শহিদ মিনার, বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এই সভা করা যায় কি না, তা রাজ্যকে ভাবতে বলেছেন বিচারপতি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘‘আবেগ সব রাজনৈতিক দলের আছে। কতদিন ধরে সহ্য করতে হবে? বলেছি যে, রাস্তার এক তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দলেরা দখল করে নিয়েছে।’’ বিচারপতি আরও বলেন, ‘‘সকাল ১১টার পর কলকাতায় এসব করতে বলুন।’’ এদিকে, ২১ জুলাই নিয়ে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই কিছু বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আগামিকাল, শুক্রবার সেই সব বিজ্ঞপ্তি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সওয়াল করবে। এদিন আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা। রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত মামলা। কেউ ওই সভা বাতিলের কথা বলেনি।’’ এজি কিশোর দত্ত প্রশ্ন করেন, ‘‘এই ধরণের মামলার কারণ কী?’’ বিচারপতি বলেন, ‘‘ট্রাফিক একটা অন্যতম কারণ। মামলাকারী দেখিয়েছেন বিগত বছরে কীভাবে ট্রাফিকের পরিস্থিতি বদল হয়েছে।’’ পরবর্তীতে কিছু শর্ত দেওয়ার কথা বলেছেন বিচারপতি।

‘নিজের ওয়ার্ডে তিন নম্বরে থেকে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব করে!’ জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে অলআউট লড়াইয়ের হুঙ্কার হুমায়ুন কবীরের

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৭ জুলাইঃ জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার নিজের গড়ে নিজে দায়িত্ব থেকে নিজের ওয়ার্ডে তিন নম্বরে তৃণমূল। সে আবার বড় বড় কথা বলে, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব করে। এদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা হবে না? প্রশ্ন তুললেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকারের বাসভবন। সেখানেই বড় ব্যবধ্যানে লিড পেয়েছে বিজেপি। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৬৩৯ ভোট পেয়ে বিজেপি প্রথম স্থানে। ৩৮৯টা ভোট পেয়ে কংগ্রেস দ্বিতীয় এবং ৩২১টি ভোট পেয়ে খোদ অপূর্ব সরকারের গড়েই তৃতীয় স্থানে তৃণমূল। প্রসঙ্গত ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে কান্দি পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র চারটি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান । ১২টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে বিজেপি এবং দুটি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। আর এখানেই রাজনৈতিকবীদরা তুলছেন প্রশ্ন। তবে কী আগামী নির্বাচনে কান্দি পৌরসভা বিজেপির দখলে যাবে? জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ অপূর্ব সরকার। এ প্রশ্ন ভোটের পরেই তুলেছিলেন ভরতপুরের তৃণমুলেরই বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। প্রকাশ্য সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি থেকে জেলা নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ূন কবির। ভরতপুরে কলকাঠি নাড়া বন্ধ না হলে, কাঁথি, রেজিনগর সহ একাধিক জায়গায় তিনি নিজে কলাকাঠি নাড়তে শুরু করবেন। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি থেকে জেলা নেতৃত্বকে এবং ভরতপুর বিধানসভার ২ ব্লক সভাপতিকে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে হুমায়ন কবির বলেন, ‘‘নিজের চেয়ার বাঁচাতে দলের ক্ষতি করে জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার ভরতপুরে এবং বড়ঞায় কলকাঠি নাড়ছে। এগুলো বন্ধ না করলে। আমিও একই কাজ শুরু করলে কেউ আটকাতে পারবে না।’’ সামনেই রয়েছে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ। ২৬-র নির্বাচনের আগে এই সমাবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলায় জেলায় চলছে প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতি মঞ্চে থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। প্রকাশ্য সভায় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব ও তৃণমূলের একাংশকে নিশানা করে হুঁশিয়ারি দেওয়ায় ফের একবার অসস্তিতে পড়ল বহরমপুর তৃণমূল। প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেছেন, মানুষের আশীর্বাদে তিনি জয় পেয়েছেন। ৪৩,৩৮৩ মার্জিন রেখে বিজেপিকে হারিয়ে জয় পেয়েছেন। আসছে বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে সব তৃণমূল প্রার্থীর থেকে বেশি ভোটে জয় নিয়ে বিধানসভায় আসবেন তিনি। তার হুঁশিয়ারি, যে যত বেযশি বিরোধীতা করতে পারে। কিন্তু তার মাত্রা যেন ছাড়িয়ে না যায়। তার পরিণতি খারাপ জায়গায় যাবে। যদিও সাবধান বাণতে বলেন রাজনীতি করতে গিয়ে কাউকে খুন খারাপির মধ্যে জড়াতে চাননা।

দু’সপ্তাহের ডেডলাইন! ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজ্যকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ বহুকাল বালাই নেই নির্বাচনের। ইউনিয়ন রুম যেন অলিখিত ক্ষমতাবলেই ‘দখল’ নিয়েছে শাসক শিবিরের ছাত্র নেতারা। এই পরিস্থিতিতে বারংবার উঠেছে অভিযোগ। সাম্প্রতিককালে নির্বাচনের দাবিতে, শিক্ষামন্ত্রীকে ঘেরাও করতে দেখা গিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও। আবার নির্বাচন না হওয়ার কারণেই ক্ষমতার ‘একচেটিয়া’ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল কসবা-কাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও। এই একাধিক প্রসঙ্গগুলিকে ঘিরে রয়েছে একটি ইস্যু, তা হল ছাত্র পরিষদ নির্বাচন। এবার সেই সূত্র ধরে আদালতেও উঠল ‘নির্বাচন প্রসঙ্গ’। রাজ্যকে কার্যত ‘ডেডলাইন’ ধরিয়ে দিল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন বিচারপতির নির্দেশ, ছাত্র সংসদের নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য? সে নিয়ে আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গর্ভনিং বডিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গর্ভনিং বডিগুলিতে শিক্ষাবিদদের রাখা প্রয়োজন। যাদের থেকে পড়ুয়ারাও কিছু শিখতে পারবে। পাশাপাশি, বিচারপতি সৌমেন সেনের নির্দেশ, যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য রয়েছে, সেখানে যত দ্রুত সম্ভব ছাত্র সংসদের নির্বাচন করাতে হবে। যার পাল্টা রাজ্যের হয়ে সওয়ালকারী সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য রয়েছে, সেখানে আমরা নির্বাচনে যাব না। এটা রাজনৈতিক নিয়োগ। আমরা এই সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ করছি।’’ তবে রাজ্য পক্ষের এই দাবি কার্যত মানতে নারাজ বিচারপতি সৌমেন সেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণ বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যরা কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।’’ সব শেষে রাজ্য নির্বাচন নিয়ে সময় মতো বিজ্ঞপ্তি জারি করুক, এই নির্দেশই বহাল রাখল আদালত।

নীতীশের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ঘোষণায় খুশি বিজেপি, পাল্টা কটাক্ষ বিরোধীদের

পাটনা, ১৭ জুলাই বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে নয়া চমক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে মাসে ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ দেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি। এর ফলে বিহারের ১ কোটি ৬৭ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। নীতীশের এই ঘোষণায় খুশি বিজেপি। পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা।জেডি (ইউ) সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা বলেছেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। নীতিশ কুমার যখন সরকার গঠন করেছিলেন, তখন এখানে ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল। গ্রামে এক ঘণ্টার জন্যও বিদ্যুৎ থাকত না। এখন বিহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১২ গুণ বেড়ে ৮৫০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী ১২৫ ইউনিট বিনামূল্যে ঘোষণা করেছেন। এখন বিহারের ১০০ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ করে দরিদ্রদের কথা বিবেচনা করে। আগামী তিন বছরে, সরকার প্রতিটি বাড়িকে সৌরশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করবে।মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ঘোষণার বিষয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ যে, বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত ১.৮৬ কোটিরও বেশি গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহককে উপকৃত করবে। বর্তমানে, সরকার ৪৪ থেকে ৮০ ভর্তুকি দিচ্ছে এবং এখন গ্রামীণ থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত সকল গ্রাহক ১২৫ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যু পাবেন। এর অর্থ হল মোট ২.১৬ কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে ৯০ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে। আগামী বছরগুলিতে, সকলের সম্মতিতে আগামী ৩ বছরে ১০,০০০ মেগাওয়াটের একটি সৌর প্যানেল স্থাপন করা হবে, যা পরিবেশ রক্ষা করবে এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে।বিজেপি নেতা দীপক প্রকাশ বলেছেন, এনডিএ সরকার উন্নয়নের প্রতীক। সরকার বিহারের জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিহারের জনগণ খুবই খুশি। বিহারে আবারও এনডিএ সরকার গঠিত হবে।নীতীশের ঘোষণাকে কটাক্ষ করে আরজেডি-র প্রধান মুখপাত্র শক্তি যাদব বলেছেন, তেজস্বী যাদবের মতো নেতা যদি বিহারের বিরোধী দলের নেতা হন, তাহলে নীতীশ কুমারের মাথা নত করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সরকার নত হয, তাদের কেবল এমন একজনের প্রয়োজন যিনি তাদের তৈরি করতে পারেন। সেই শক্তি তেজস্বী যাদবের সংকল্প এবং প্রতিশ্রুতির মধ্যে নিহিত।অন্যদিকে ভোটমুখী বিহারে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার নীতীশ কুমার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ১ আগস্ট (২০২৫) থেকে, অর্থাৎ জুলাই মাসের বিল থেকেই, রাজ্যের সমস্ত গার্হস্থ্য গ্রাহকদের ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না।নীতীশ দাবি করেছেন, আমরা শুরু থেকেই সবাইকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছি। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে, অর্থাৎ জুলাই মাসের বিল থেকে, রাজ্যের সমস্ত গার্হস্থ্য গ্রাহকদের ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে না। এর ফলে রাজ্যের মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী তিন বছরে, এই সমস্ত গার্হস্থ্য গ্রাহকদের সম্মতি নিয়ে তাদের বাড়ির ছাদে অথবা কাছাকাছি কোনও পাবলিক প্লেসে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে উপকৃত করা হবে।নীতীশ কুমার আরও জানিয়েছেন, কুটির জ্যোতি যোজনার আওতায়, রাজ্য সরকার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের জন্য সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে এবং অবশিষ্ট অর্থের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তাও প্রদান করবে। এর ফলে, গার্হস্থ্য গ্রাহকদের এখন ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য কোনও খরচ করতে হবে না এবং একটি অনুমান অনুসারে, আগামী তিন বছরে রাজ্যে ১০ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত সৌরশক্তি পাওয়া যাবে বলেন।

বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে:রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। বৃহস্পতিবার রাহুল সিনহা বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার তাদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য দেশব্যাপী কাজ করছে। এই অনুপ্রবেশকারীরা কিছু রাজনৈতিক নেতার মূল ভোটার। তাদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এখন বাদ দেওয়া হবে। এক কোটিরও বেশি নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল ভোটারদের মধ্যে এই অনুপ্রবেশকারীদের অনেকেই রয়েছেন, যা তার পরাজয়ের কারণ হতে পারে। পহেলগাম হামলার সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করার বিষয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং এজেন্সিগুলি সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে কাজ করছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তারা সফল হবে। এই হামলার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

অবিরাম বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উপত্যকা, একদিনের জন্য স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগরঃকাশ্মীর উপত্যকায় টানা কয়েকদিন ধরে চলা ভারী বর্ষণের প্রভাবে একদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা। গত বুধবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার পহেলগাম এবং বালতাল এই দুই রুট থেকেই অমরনাথ যাত্রা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত রাখা হবে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা ও যাত্রাপথে তৈরি হওয়া বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট করেছেন কাশ্মীর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বিজয় কুমার বিধুরী।তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরেই উপত্যকায় প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে। তার ফলে অমরনাথ যাত্রাপথের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে ধস নামার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, কিছু জায়গায় ইতিমধ্যেই কাদা ও পাথর জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে রাস্তা। পরিস্থিতি মূল্যায়নের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, গত কয়েকদিন ধরে অব্যাহত বৃষ্টিপাতের কারণে, যাত্রাপথে জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা প্রয়োজন। তাই, বৃহস্পতিবার দু'টি বেস ক্যাম্প - পহেলগাম ও বালতাল - থেকে পবিত্র গুহার দিকে কোনও তীর্থযাত্রীর চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।যদিও প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, পঞ্চতরণী ক্যাম্পে যাঁরা আগের রাত থেকেই অবস্থান করছিলেন, তাঁদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছনোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সেনা, বিআরও (বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন), মাউন্টেন রেসকিউ টিম এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবা দল মোতায়েন করা হয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে শুক্রবার থেকেই যাত্রা ফের চালু হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে প্রশাসনের তরফে।এবারের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে ৩ জুলাই থেকে। বার্ষিক এই তীর্থযাত্রা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভক্তের সমাগম ঘটায় জম্মু-কাশ্মীরের পবিত্র হিমগুহার উদ্দেশে। ভক্তরা মূলত দুটি পথ - পহেলগাম ও বালতাল - দিয়ে ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত অমরনাথ গুহা মন্দিরে পৌঁছন। পহেলগাম রুটটি তুলনায় দীর্ঘ এবং ধাপে ধাপে যাত্রা করার উপযোগী হলেও, বালতাল পথটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও বেশ দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিটি রুটেই বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী, চিকিসা পরিষেবা এবং স্বেচ্ছাসেবী দল মোতায়েন থাকে।এবারের যাত্রায় এখনও পর্যন্ত ২.৪৭ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহায় পৌঁছে পবিত্র শিবলিঙ্গের দর্শন করেছেন। হিমলিংগ দর্শনের এই সময়টা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে হিমালয়ের এক দুর্গম গুহায় গঠিত হয় বরফের প্রাকৃতিক শিবলিঙ্গ। এই প্রাকৃতিক বিস্ময়ের দর্শন পেতে পায়ে হেঁটে কিংবা খচ্চরে চড়ে কিংবা হেলিকপ্টারে এসে বহু ভক্ত যাত্রা সম্পন্ন করেন। তবে যাত্রাপথ বরাবরই অতীব ঝুঁকিপূর্ণ, আর তার উপর যদি যুক্ত হয় বৃষ্টির প্রকোপ, তাহলে বিপদের আশঙ্কা বহু গুণ বেড়ে যায়।চলতি বছর বর্ষা প্রবেশের পর থেকেই কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি হচ্ছে। হিমালয়ের এই অঞ্চলে টানা বৃষ্টিপাত মানেই ধস, নদী ও খালগুলিতে জলস্ফীতি এবং বহু এলাকায় জল জমে যাওয়া, যেটা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পরিবহন ব্যবস্থা উভয়কেই ব্যাহত করে। এই পরিস্থিতিতে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে বিবেচনা করেই একদিনের যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, বিআরও এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা ইতিমধ্যেই যাত্রাপথে নেমে পড়েছেন মেরামতির কাজ শুরু করতে। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, আবহাওয়া যদি সামান্য উন্নতি করে তবে শুক্রবার সকাল থেকেই ফের যাত্রা শুরু করা যেতে পারে। সেই দিকেই এখন তাকিয়ে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত লক্ষাধিক মানুষ - ভক্ত, নিরাপত্তাকর্মী, সেবায়েত ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে যতক্ষণ না আবহাওয়া উন্নত হচ্ছে, এবং রাস্তাঘাট যাত্রী চলাচলের উপযোগী করে তোলা যাচ্ছে, ততক্ষণ কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন।তবে এই রকম পরিস্থিতি নতুন কিছু নয়। এর আগেও বহুবার আবহাওয়ার জন্য অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়েছে প্রশাসনকে। বর্ষার সময়ে পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হঠাৎ করেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে, ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীদের যাত্রা বন্ধ রাখা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে এবারও যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল সরকারের তরফে। প্রতিটি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী, জল, ওষুধ, বিশ্রামাগার এবং চিকিৎসক। রয়েছে হেলিকপ্টার পরিষেবাও, জরুরি পরিস্থিতিতে যাতে দ্রুত সাহায্য পাঠানো যায়।তীর্থযাত্রীদের অনেকেই তাঁদের অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার খবরে হতাশ হলেও, অধিকাংশই প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন। তাঁদের মতে, জীবনের চেয়ে বড় কিছু নয়, একদিন দেরিতে হলে কোনও ক্ষতি নেই। বরং পথ সুরক্ষিত হলেই গন্তব্য পৌঁছনো সম্ভব হবে শান্তিতে।কাশ্মীর পুলিশের তরফেও বলা হয়েছে, সকল তীর্থযাত্রীকে ক্যাম্পের মধ্যেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং কাউকে যাত্রাপথে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। প্রতি ঘণ্টায় আপডেট নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। তীর্থযাত্রীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রয়েছে এবং আবহাওয়া স্বাভাবিক হলেই আবার যাত্রা শুরু হবে।বর্তমানে যাঁরা বেস ক্যাম্পে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বহু বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশু। তাঁদের জন্য বিশেষ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, অনেকে পঞ্চতরণীতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁদের গুহা থেকে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ দল গঠন করে পাঠানো হয়েছে। হেলিকপ্টার পরিষেবা ব্যবহার করেও তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার

শুক্রবার ডেনিস লিলির জন্মদিন

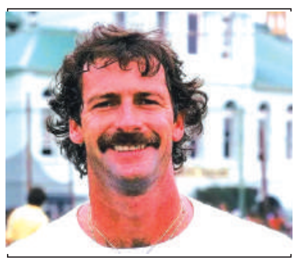

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃডেনিস কিথ লিলি, ১৮ জুলাই, ১৯৪৯, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সুবিয়াকো এলাকায় জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ও বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকা। তিনি তাঁর সময়কালের অসাধারণ ফাস্ট বোলার রূপে বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন।১৯৭১-৭২ সালে বিশ্ব একাদশ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে অবিস্মরণীয় কীর্তি আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে আছে। তার আগ্রাসী বোলিংয়ে বিশ্ব একাদশের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন-আপে থাকা গ্যারি সোবার্স, ক্লাইভ লয়েড়, রোহন কানহাই এবং সুনীল গাভাস্কারের মতো ব্যাটসম্যানদের নিয়ে গড়া ব্যাটিং লাইন আপ ভেঙে পড়েছিল। সে দিন তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৮২৯।কেরিয়ারে লিলি টেস্ট খেলেছেন ৭০টি, নিয়েছেন ৩৫৫টি উইকেট আর একদিনের ক্রিকেটে ৬৩টি ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ১০৩টি উইকেট। টেস্টে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ২৩ বার আর ১০ উইকেট নিয়েছেন ৭ বার।১৯৭৩ সালে উইজডেন তাকে বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের একজনরূপে মনোনীত করে। ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গন থেকে লিলি অবসর নেন। তখনও তিনি সবচেয়ে বেশি ৩৫৫টি টেস্ট উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। এরফলে নিজেকে অস্ট্রেলিয়ার এবং বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বকালের স্বীকৃত এবং জনপ্রিয়তম ক্রীড়াবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট হল অব ফেমের উদ্বোধনে প্রথম দশজনের একজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন । তাঁর সঙ্গে অন্যান্যরা ছিলেন - জ্যাক ব্ল্যাকহাম, ফ্রেড স্পফোর্থ, ভিক্টর ট্রাম্পার, ক্ল্যারি গ্রিমেট, বিল পন্সফোর্ড, স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, বিল ও'রিলি, কিথ মিলার ও রে লিন্ডওয়াল। ২০০০ সালে শতাব্দীর সেরা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড দলেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।২০০৯ সালে ডেনিস লিলি আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেমে জায়গা পান।অবসর পর তিনি ভারতের চেন্নাইয়ের এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

উপেন্দ্র কিশোরের বাড়ি বাঁচাতে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চায় ভারত

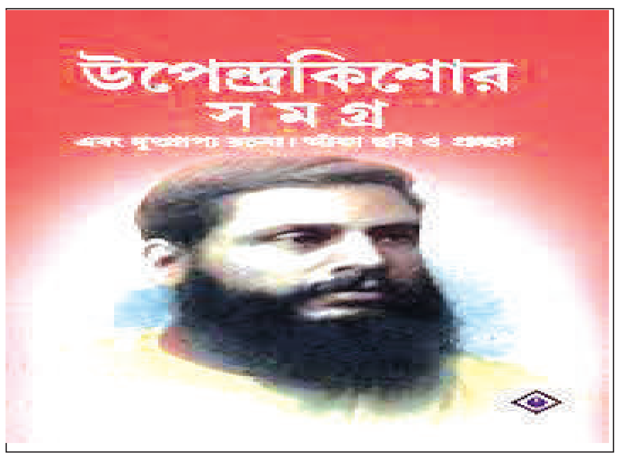

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি বাঁচাতে ভারত সরকার সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। ভারত লিখিতভাবে এ কথা বাংলাদেশকে জানিয়েছে।ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে লিখেছে, আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাহিত্যিক সত্যজি রায়ের বাংলাদেশের ময়মনসিংহে অবস্থিত পৈতৃক সম্পত্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বা।িটি তার ঠাকুর্দা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর।বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন সম্পত্তিটি জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বাংলা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রতীক হিসেবে ভবনটির ঐতিহাসিক মর্যাদা বিবেচনা করে, ধ্বংসের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। সাহিত্যের জাদুঘর এবং ভারত ও বাংলাদেশের অভিন্ন সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে এর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের বিকল্প সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক।এর আগে, স্মৃতিজড়িত ওই বাড়ি বাঁচাতে বাংলাদেশ সরকার ও ওই দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, খবরে প্রকাশ যে, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে সত্যজি রায়ের ঠাকুরদা, স্বয়ং স্বনামধন্য সাহিত্যিক-সম্পাদক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর স্মৃতিজড়িত তাঁদের পৈতৃক বাড়িটি নাকি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত।এই সংবাদ অত্যন্ত দুঃখের। রায় পরিবার বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ। তাই আমি মনে করি, এই বাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।আমি বাংলাদেশ সরকার ও ওই দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করব, এই ঐতিহ্যশালী বাড়িটিকে রক্ষা করার জন্য। ভারত সরকার বিষয়টিতে নজর দিন।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরের হরিকিশোর রায় রোডের বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাদেমির বাড়িটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। দেড় শতাধিক বছরের পুরনো বাড়িটির মালিক প্রয়াত জমিদার হরিকিশোর রায়। তিনি ছিলেন সত্যজি রায়ের ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পালক পিতা। উপেন্দ্রকিশোর দীর্ঘদিন ওই বাড়িতে বসবাস করেছেন। বহু বছর বাড়িটি বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাদেমির ময়মনসিংহ জেলার অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হত। জানা যাচ্ছে, শিশু অ্যাকাদেমিই বাড়িটি ভেঙে বহুতল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে বাড়িটির সামনের অংশের প্রায় পুরোটাই ভাঙা হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হস্তক্ষেপ করায় ভাঙার কাজ সাময়িক বন্ধ ছিল।ওই বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্বে আসীন আধিকারির সাবিনা ইয়াসমিন শিশু অ্যাকাদেমির কাছে বাড়িটির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য তলব করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বাড়িটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তালিকাভূক্ত না হলেও একশো বছরের বেশি পুরনো বাড়ি তাদের না জানিয়ে ভাঙার অনুমতি নেই। বিশেষ করে বাড়িটির সঙ্গে যেহেতু বিশিষ্ট মানুষদের স্মৃতি জড়িয়ে তাই হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।এদিকে, এমন ইতিহাস বিজড়িত বাড়ি ভাঙা হচ্ছে জানতে পেরে বহু মানুষ সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন। তাদের বক্তব্য, এইভাবে হেরিটেজ বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হলে দেশের ইতিহাস হারিয়ে যাবে।ময়মনসিংহ শিশু অ্যাকাদেমির জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা মহম্মদ মেহেদী জামানের বক্তব্য, প্রাচীন বাড়িটি এমনীতেই ভেঙে পড়ছিল। সেই কারণে ২০০৭ থেকে শিশু অ্যাকাদেমি আর বাড়িটি ব্যবহার করত না। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সেখানে বহুতল তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।বাড়িটি ভাঙার খবর পেয়ে সেটি পরিদর্শনে যান ময়মনসিংহের বাসিন্দা গবেষক ও লেখক স্বপন ধর। তিনি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মুক্তাগাছার জমিদার মহা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী সমমনা হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিজের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে ছিল হরিকিশোরদের পরিবারও। যে বাড়িটি ভাঙা হচ্ছে সেটির পাশেই রয়েছে হরিকিশোর ভবন নামে আর একটি বাড়ি।বাড়ি ভাঙার খবর পেয়ে অনেকেই সেটি এবং হরিকিশোর সম্পর্কে নানা তথ্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। স্থানীয় এক বাসিঃদা বলেছেন, হরিকিশোর ছিলেন পেশায় আইনজীবী। সেই সব দিনে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হন এবং রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন।

দিল্লিকে নতুন ফুসফুস ও শক্তি প্রদান করা হচ্ছেঃজগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির যমুনা ভাটিকা এবং বাঁসেরা পার্ক পরিদর্শন করেছেন সেখানে উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। উপরাষ্ট্রপতি এদিন দিল্লির উপরাজ্যপালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ধনখড় বলেছেন, দিল্লি ভারতের রাজধানী। উপরাজ্যপাল বিনয় সাক্সেনার কাজ একটি যুগান্তকারী কাজ। দিল্লির মানুষ চিরকাল মনে রাখবে যে, তার প্রচেষ্টা ফল দিচ্ছে। দিল্লিকে নতুন ফুসফুস, নতুন শক্তি প্রদান করা হচ্ছে। কারণ এটি ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমি নিশ্চিত যে আরও বেশি সংখ্যক দিল্লির মানুষ প্রাকৃতিক সৌঃদর্য, পরিবেশ বান্ধব সৌন্দর্য উপভোগ করবে এবং এটি আশ্চর্যজনক হতে চলেছে। উপরাষ্ট্রপতি ধনখড় আরও বলেছেন, আমাদের তরুণদের বুঝতে হবে, সুযোগ সরকারি চাকরির বাইরেও রয়েছে। তাদের অবশ্যই নতুন সুযোগের সন্ধান করতে হবে। ধনখড়ের কথায়, আশ্চর্যজনক কিছু ঘটেছে। ভারত - মানবতার এক-ষষ্ঠাংশ - এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ১১ নম্বরে থাকা এবং ভঙ্গুর পাঁচটি দেশের মধ্যে থাকা থেকে চতুর্থ বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিণত হয়ে তৃতীয় স্থানে পৌঁছানোর পথে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অসাধারণ, অকল্পনীয়। জনকেন্দ্রিক নীতির ফলে প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ, শৌচাগার, গ্যাস সংযোগ, ইন্টারনেট পৌঁছেছে। শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যত নিকটেই পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা যাচাই করা উচিতঃদিলীপ ঘোষ

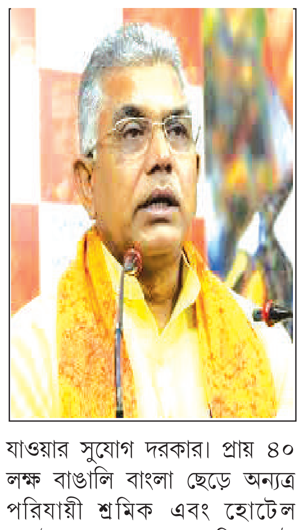

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা যাচাই করা উচিত। এমনটাই মনে করেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, প্রতিটি রাজ্যে এই ধরণের ভোটার তালিকা ফিল্টারিং ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং পশ্চিমবঙ্গেও পরবর্তী নির্বাচনের আগে একই ধরণের যাচাই-বাছাই করা উচিত। ভোটার তালিকার ১০ শতাংশেরও বেশি নাম ভুয়ো, যার মধ্যে অনেকেরই বাংলাদেশ থেকে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে। এই নামগুলি বাদ দেওয়া উচিত, অন্যথায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। বাংলায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবং প্রতিটি প্রকৃত ভোটারকে ভোট দেওয়ার ন্যায্য সুযোগ দেওয়ার জন্য, মোবাইল-ভিত্তিক ভোটদানের ব্যবস্থা করা উচিত।বিহারে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দরকার। প্রায় ৪০ লক্ষ বাঙালি বাংলা ছেড়ে অন্যত্র পরিযায়ী শ্রমিক এবং হোটেল ওয়েটারের কাজ করছেন। কিন্তু কেউ তাদের কল্যাণের কথা ভাবে না। প্রতিদিন বাংলায় রক্তপাত হচ্ছে - নারীরা ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এমনকি প্রিমিয়াম প্রতিষ্ঠানেও এর কোনও চিন্তা নেই। তাদের শুধু ভোটের কথা। তারা কেবল বাংলাদেশি ভোটারদের কাছ থেকে ভোট পেতে চায়, আর কিছু না।

জাতীয় ভূমিধস পূর্বাভাস কেন্দ্র-র প্রথম বার্ষিকী উদযাপন জিএসআই-এর

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কেন্দ্র (জিএসআই) শুক্রবার সল্টলেকে ন্যাশনাল ল্যান্ডস্লাইড ফোরকাস্টিং সেন্টারের (এনএলএফসি) প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছে। জিএসআই-এর মহানির্দেশক অসিত সাহা, ডব্লিউবিএসডিএম-এর বিশেষ সচিব প্রিয়ঙ্কা সিংলা, বিভিন্ন অংশীদার এবং জিএসআই-এর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন। এই বিষয়ে জানিয়েছেন ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, গত এক বছরে, জিএসআই ভারতের 'ল্যান্ডস্লাইড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' বা ধস নিবারণের জন্য অগ্রিম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে (LEWS) আর-ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ভূমিধ্বসের পূর্বাভাস বুলেটিন জারির মাধ্যমে আটটি ভূমিধ্বস-প্রবণ রাজ্যের ২১টি জেলায় (১৮টি পরীক্ষামূলক এবং তিনটি কার্যকরী) তার ক্ষমতা প্রসারিত করেছে, যেখানে বিশ্বের সর্বোত্তম বিপদের পূর্বাভাস ও চর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মাইলফলকটির স্মরণে সংযুক্ত মঞ্চে সংস্থার দ্বারা একটি কর্মশালার আয়োজন

কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের ডাকে ওড়িশা বনধ, প্রভাবিত স্বাভাবিক জনজীবন

ভুবনেশ্বর, ১৭ জুলাই ঃ কংগ্রেস ও আরও ৭টি বিরোধী দলের সমর্থনে ওড়িশা বনধ-এর ভালোই প্রভাব পড়ল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর-সহ ও।শার বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিক জনজীবন প্রভাবিত হয়েছে। বালেশ্বরে আত্মঘাতী এক ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিরোধী দলগুলি একত্রিত হযেছে। ভদ্রকে রেল অবরোধ করেন বনধ সমর্থকরা।উল্লেখ্য, ফকির মোহন (স্বায়ত্তশাসিত) কলেজের ছাত্রীর আত্মহত্যার প্রতিবাদে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলি ওড়িশা বনধ পালন করছে। ওড়িশার কংগ্রেস ইনচার্জ অজয় কুমার লাল্লু বলেছেন, ওড়িশার মেয়েকে ন্যায়বিচার দেওযার জন্য কংগ্রেস দল রাস্তায় নেমেছে। এই ঘটনায় গোটা দেশ লজ্জিত। বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানকারী দল কোথায়? মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। ওড়িশা কংগ্রেসের সভাপতি ভক্তচরণ দাস বলেছেন, আটটি বিরোধী দলের হাজার হাজার কর্মী নিজ নিজ জেলায় বিক্ষোভ করছেন। ওড়িশা বনধের প্রতি আমরা বিশাল সমর্থন পাচ্ছি। জনসাধারণও বনধকে সমর্থন করছে এবং নির্যাতিতার জন্য ন্যাযবিচার দাবি করছে।বনধের জেরে বাস পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে, ফলে বহু মানুষ সমস্যায় পড়েন। আবার ভদ্রকে চেন্নাই-কলকাতা মহাসড়কে ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন আটকে থাকে। ভদ্রকে সকাল থেকেই দোকানপাট বন্ধ ছিল। ময়ূরভঞ্জে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বনধ সমর্থকরা।পুরী স্টেশনেও রেল অবরোধের চেষ্টা করেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা, তবে রেল পুলিশ তাঁদের হটিয়ে দেয়। ভুবনেশ্বরে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন এবং সিপিআই (এম)-এর কর্মীরা বনধে শামিল হন। সিপিআই (এম) নেতা সুরেশ পানিগ্রাহী বলেন, আটটি রাজনৈতিক দল ওড়িশার জনগণ এবং অন্যান্য বাম গণতান্ত্রিক শক্তি, পরিবহন, শিক্ষক সংগঠনের কাছে আবেদন করেছে এবং সাড়া খুবই ভালো। এই বনধ কেবল আটটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়.এটি ওড়িশার জনগণের বনধে পরিণত হয়েছে। বিজেপি দাবি করছে, বিজেপিতে একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে, কিন্তু তাদের শাসনকালে নারীদের উপর অনেক অত্যাচার হচ্ছে। পুলিশ নীরব।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের উদ্ভাবনী ধারণা দ্বারা সবাই অনুপ্রাণিত হবেন, যা আপনার কেরিয়ারে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার কাছের মানুষরা এই দিন আপনার অনুভূতিকে সম্মান করবেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে সুখ এবং তৃপ্তি এনে দেবে। বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথন আপনাকে ইতিবাচকতায় ভরিয়ে দিতে পারে। তবে, একটু সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, পরামর্শ নিন এবং ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। শুভদিন।

বৃষঃআপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজ নিয়োজিত রাখা এবং এই রোগের বিরুদ্ধে নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখাই সবচেয়ে শ্রেয়। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন।

মিথুনঃআজ আপনি নানা নতুন ধারণা এবং প্রকল্পে কাজ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। তবে, ধৈর্য বজায় রাখুন। কখনও কখনও আপনি অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারেন, তবে ছোট ছোট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়াও জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।।বিবাহের যোগ

কর্কটঃ কোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ হওয়া উচিত। সংসারে শান্তি হবে আজ।

সিংহঃআজ আপনি আপনার ধারণাগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি করবে। আপনি এই দিন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভাল ফলাফল পেতে পারেন।

কন্যাঃ আপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের ধারণা এবং সৃজনশীলতার প্রশংসা করা হবে।।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী হবে এবং দলগত ভাবে কাজ করলে আপনি আরও সফল হতে পারবেন।। সংসারে শান্তি হবে

ধনুঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে। শুভদিন

কুম্ভঃ যেহেতু আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়ছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে নিন অন্যথায় আপনি এই ঘোর দৈত্যের নিষ্ক্রিয় এবং নির্মম শিকারে পরিণত হবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকারা অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখুন। কিছু সৃজনশীল ধারণা নিয়ে আলোচনা

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।শুক্রবার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ এবং ৯১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । ভাটা- দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৪মিনিটে

নবান্নের দৃঢ় রূপ ঃ ভূমি রাজস্ব দফতরের দুর্নীতির অর্থ দফতরের তদন্ত

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের ব্লক স্তরের অফিসগুলোতে একরাশ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসায় একটানা তৎপর হয়েছেন রাজ্য সরকার ও অর্থ দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, নবান্ন উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ঘটনায় অর্থ দফতরের অভ্যন্তরীণ অডিট বিভাগ জরুরি ভিত্তিতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে, যারা প্রথম পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অভিযান চালাচ্ছেন;যেখানে নিরীক্ষা রিপোর্টে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক অঙ্কের তদারকি সনাক্ত হয়েছে। রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীন গ্রুপের হাতে এসেছে অডিট রিপোর্ট, যা ব্লক অফিসগুলিতে জমির চরিত্র বদলের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া, অনলাইন চালান যাচাই, আর্থিক লেনদেন এবং পারদ, অফিসে জমাবাকির সংখ্যাযুক্ত তথ্যে বড় ধরনের ঘাটতির ইঙ্গিত দিচ্ছে; চালান জমা দেওয়া হলেও আবেদনপত্রে নথিভুক্ত অঙ্ক কম করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের মুল সূত্র ধরেই দেখা যাচ্ছে, জি.আর.এন. নম্বর ব্যবহারের সময় চালানের তথ্য যাচাই না করেই রাজস্ব দপ্তরের নথিতে অঙ্গুলিবিহীন অনুপাত রাখার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট; গরমিল না ধরা গেলে নিয়মিত রাজস্ব পরিমাণ সরকারি কোষাগারে জমা না হয়ে দুর্থে চলে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে দুর্নীতির পথ, যেখানে কিছু উচ্চপদস্থ কর্মী, আমিন, মুহুরি ও মাঝামাঝি লিঙ্কম্যান অনৈতিকভাবে সম্পদ অর্জনের পিছনে জড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ উঠেছে, এই মধ্যস্থতাকারীরা সম্প্রতি কাঠামোচ্যুত সম্পত্তির মালিক খ্যাতি পেয়েছেন। নগদ দ্রবণ ও বিলাসবহুল জীবনধারণের কারণে স্থানীয় মানুষজন ভীত। কেউ কেউ বলছেন, তএদের সুযোগ বুঝেই প্রতিষ্ঠিত অবস্থানে বসে থেকে টাকা গোপনভাবে আয় করার পথ খুলে দিয়েছেন।দ একদিকে চালান ও ফি পড়ে থাকলেও জি.আর.এন. এর ডাটাবেজের সাথে মেল না খাওয়া রাজস্ব ব্যবস্থায় ফাঁক ফুটেছে, অন্যদিকে দালালচক্র সক্রিয়ভাবে ভুমির মিউটেশন প্রক্রিয়াতেও জড়িয়ে পড়েছে; ফলে জমির মালিকানা অবৈধভাবে বদলানো হচ্ছে এমন অভিযোগ উঠেছে। অর্থ দফতরের তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় তাদের অভিযান শুরু করেছে। বিশেষ করে, যেসব অঞ্চলে জমির পরিবর্তন ও চুক্তিপত্রে প্রচুর অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েছে, সেই জেলাগুলোতে মনিটরিং ও যাচাই কার্যক্রম আরও প্রবল ভাবে চালানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিরীক্ষায় এই ধরণের অনিয়ম নিরুৎসাহিত করতে মাথা লাগিয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবান্ন মুখ ফুটে জানিয়েছে; 'যে কেউ বিন্দুমাত্র দুর্নীতিতে যুক্ত থাকবেন না, তাদের উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইতিমধ্যে জনজাগরণ বাড়লেও প্রশাসনিক ও প্রশাসক পর্যায়ে উত্তেজনা অনুভূত হচ্ছে। জেলার প্রশাসনও স্ট্রিন্টে তদন্তের জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের আশা, এবার সত্যিকার অর্থে দুর্নীতিদমন কর্মসূচির সূচনা ঘটবে, অন্যথায় এই ঘটনাকে শুধু উপেক্ষা করে যাওয়া যাবে না। বিশ্লেষক, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষের মতে, তনিম্নস্তরের প্রশাসনে নজরদারি না থাকলে দুর্নীতি স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে প্রচলিত হয়ে ওঠে।দ সরকারের এই পদক্ষেপ এই প্রবণতাকে অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করতে পারে। তবে এর সফলতা নির্ভর করছে তদন্তকারীদের দক্ষতা, তথ্য সংগ্রহ, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং দ্রুতশাস্তির ওপর। নিজেদের অবস্থান থেকে ভূমি ও রাজস্ব দফতরে যেসব মানুষ ঝুঁকিতে জড়িয়েছেন, তাদের পুনরুদ্ধার করা বা প্রতিকার না করা হলে, ভবিষ্যতে আরেকটু বেশি সংখ্যায় এই ধরনের ঘোষণা আসতে পারে। এজন্য সরকারের ইনস্টিটিউশনগুলোকে আরও স্বচ্ছ ও জনস্বার্থে ব্রতী হতে হবে। বর্তমান অর্থ দফতরের বিশেষ তদন্ত দল এখন পর্যন্ত অডিট রিপোর্টের বিরুদ্ধে সংগৃহীত নমুনা দলিল, চালান পদ্ধতি, জমার প্রতিবেদন (জি.আঙ্র.এন.) যাচাই, সঞ্চিত ফেব্রিকশনের নমুনাও পর্যবেক্ষণ করছে। আঙ্ইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় রক্ষা করে এই দুর্নীতির পরিসর ও গঠন চিত্র চূড়ান্ত করা হবে। পরিস্থিতি তদারকিতে থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিষয়টির গুরুত্ব বেড়েছে;অন্য শূন্য অভিযোগ করেও এই প্রকার দুর্নীতি রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। এছাড়া এই ঘটনা উল্লেখ করেছে যে, সাধারণ মানুষের আস্থা ভেঙে গেলে প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ক্ষত সঞ্চারিত হবে। সে কারণেই নির্দিষ্ট কোন দণ্ডবিধি বা শাস্তিমূলক কার্যক্রম না হলে নিম্নস্তরে ভেদাভেদ বাড়বে। তাই এই টাকা লেনদেনের ঘাঁটি একেবারে ধ্বংস না হলে, এই ঘটনায় ব্যাকরণ দিয়ে শেষ মুহূর্তে কোথাও তসুরাহা মাত্রদ হয়ে যেতে পারে। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে বাধ্যতামূলক করে আরও নতুন নির্দেশ উন্নীত হতে পারে। দেখা যেতে পারে; ব্যাংক অনুমোদিত কর্মকর্তা বা আদালতের মাধ্যমে লেনদেনের উৎস ও অবৈধ সম্পদের হিসাব চাই বার হওয়া বাধ্য করবে তদন্তকারীদের। ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষ। সর্বোপরি, এই ঘটনা শুধু অভিযুক্তদের শাস্তি বা আর্থিক পাল্টা মানাই নয়;এটির মাধ্যমে অনতিবিলম্বে প্রয়োজন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা, রাজস্ব ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। এই কঠোর পদক্ষেপ যদি কার্যকরী হয়, তাহলে 'নবান্নের দৃঢ় রূপ' জনগণের সামনে স্বরূপ লাভ করবে।

গর্তে ভরা সার্কুলার রোড, বেহাল রাস্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দুর্গাপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দুর্গাপুর শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সার্কুলার রোড। ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে পুলকার, অ্যাম্বুল্যান্স, সাধারণ যানবাহন। কারণ, এই রাস্তাতেই রয়েছে একাধিক স্কুল এবং একটি নামী বেসরকারি হাসপাতাল। অথচ সেই রাস্তাটিরই আজ ভয়াবহ হাল। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় ধাক্কা খেয়ে হেলেদুলে চলছে অ্যাম্বুল্যান্স, পুলকার, যা যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাস্তার এই বেহাল দশার প্রতিবাদে অভিনব পন্থা নিলেন স্থানীয় সিপিএম কর্মীরা। তাঁরা রাস্তার গর্তে জমে থাকা জলে ধানের চারা রোপণ করে সরকার এবং পুরসভার উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন। সার্কুলার রোডের এই দশা দুর্গাপুরের একক ঘটনা নয়। শহরের একাধিক রাস্তার একই হাল। ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের মার্টিন লুথার কিং রোড, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আর্যভট্ট শোভাপুর রোড সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তা বর্ষার জলে আরও ভেঙে পড়েছে। বিটুমিনের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। পাথরের স্তর সরে গিয়ে কোথাও কোথাও কাদায় পরিণত হয়েছে রাস্তার অবস্থা। কোথাও তৈরি হওয়ার এক বছরের মধ্যেই ধসে পড়ছে এই রাস্তাগুলি। রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে মানের অভিযোগ বহুদিনের। সাধারণত বিটুমিনের রাস্তা তিনটি স্তরে তৈরি হয়; প্রথম স্তর ৫০ এমএম বিএম (বিটুমিন ম্যাকাডাম) অর্থাৎ বড় পাথর ও বিটুমিনের মিশ্রণ, দ্বিতীয় স্তর ৬ এমএম বিটুমিনের, এবং তৃতীয় স্তর আরও সূদ পাথর ও বিটুমিনের সংমিশ্রণ। এই তিনটি লেয়ারের মাধ্যমে একটি রাস্তা তৈরি হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ, দুর্গাপুরে অধিকাংশ রাস্তার কাজ হয়েছে মাত্র দু'টি লেয়ারে। সেখানে যথাযথ পাথরের মাপ বা বিটুমিনের মান মানা হয়নি। লেয়ার তৈরির ক্ষেত্রে পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা নাকি চোখ বুজে কাজ পাশ করে দিচ্ছেন, ফলে বহু ঠিকাদার সেখানে কারচুপি করে পকেট ভরছেন। এই নিম্নমানের নির্মাণের জেরে কিছু রাস্তা এক-দেড় বছরের মধ্যেই কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। শুধু যে সাধারণ মানুষ ভুগছেন তা নয়, সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন পুলকার ও অ্যাম্বুল্যান্স চালকেরা। গর্তে পড়ে রোগী বা শিশুর শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকছেই। জরুরি মুহূর্তে রাস্তার এই অবস্থা কার্যত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুরসভার সড়ক বিভাগের দায়িত্বে থাকা ভাইস চেয়ারপার্সেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য রাস্তার দুরবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, তকিছু ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের কাজ করেছে, সেটা অস্বীকার করছি না। আমরা ইতিমধ্যেই একটি সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্ট করেছি। বর্ষার সময় লাগাতার বৃষ্টির কারণে কিছু রাস্তা আরও খারাপ হয়েছে। বর্ষা শেষে আমরা মেরামতির কাজ শুরু করব।দ তবে এই প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত নন সাধারণ মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, প্রতি বছর বর্ষা নামলেই রাস্তার হাল বেহাল হয়, আর পুরসভা তখন বলে বর্ষা গেলেই মেরামত হবে। কিন্তু সেই মেরামত কতটা টেকসই হয়, তা ফের এক বছরের মধ্যেই বোঝা যায়। একই কাজ বারবার করে সরকারি অর্থ নষ্ট হচ্ছে, অথচ মানুষ পাচ্ছে না টেকসই পরিকাঠামো। প্রতিবাদী সিপিএম কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, দুর্গাপুর এক সময় শিল্পনগরী হিসেবে গর্ব করত, অথচ আজ সেই শহরে অ্যাম্বুল্যান্সও চলতে পারছে না রাস্তার হাল দেখে। তাঁরা বলছেন, ধান রোপণের এই প্রতীকী প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে যতদিন না প্রশাসন হুঁশ ফেরায়। বর্তমানে দুর্গাপুরে শহর জুড়ে রাস্তা সংস্কারের নামে যে কাজ হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শহরবাসীর মধ্যেও। তাঁদের দাবি, রাস্তা তৈরির সময় স্বচ্ছতা ও মান নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা করা হোক, এবং প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে মান যাচাই করানো হোক। শুধু বর্ষা গেলেই মেরামত নয়, দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও টেকসই নির্মাণ। সার্কুলার রোডের ধান চাষ, পুরসভার রাস্তা বিভাগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে; উন্নয়নের নামে কি তবে মাটি চাপা পড়ছে মানুষের বাস্তব সমস্যা? শহরবাসী এখন উত্তর চাইছে, আশ্বাস নয়, চাই নির্ভরযোগ্য রাস্তা ও নিরাপদ যাতায়াত।

স্বামীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নৈহাটি শহরের রাজবন্দিগড় এলাকায় এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে স্বামীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে স্ত্রী রনিতা চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে নৈহাটি থানার পুলিশ। এদিন ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়রা। অভিযুক্ত রনিতার বিরুদ্ধে আরও তথ্য জানতে তাকে জেরা করছে পুলিশ। বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী দেবেশ চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নৈহাটি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবন্দিগড় এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রী রনিতা তাঁর উপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। দেবেশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে দেবেশকে ঘরের মধ্যে একরকম বন্দি করে রাখা হচ্ছিল। তাঁকে কাউকে ফোন করতে বা দেখা করতে দেওয়া হত না। এমনকি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগও মিলত না পরিবারের অন্য সদস্যদের। তাঁর স্ত্রী রনিতা তখন জানান, দেবেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু সন্দেহ মেটেনি আত্মীয়দের। ঘরে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান দেবেশের পেটের বাঁ দিক পুড়ে গিয়েছে। বিষয়টি দেখে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলর ও পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেবেশকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, দেবেশের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাঁর শরীরে বিষাক্ত কিছু উপাদানের উপস্থিতির প্রাথমিক ইঙ্গিত মিলেছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁর রক্ত এবং অন্যান্য নমুনা বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে শুয়ে থাকা দেবেশ নিজেই জানান, বহুদিন শরীর খারাপ লাগছিল। ডাক্তার দেখিয়ে সব পরীক্ষা করিয়েছি, সব রিপোর্ট ভালো। কিন্তু তারপরও দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম, হাঁটতে পারতাম না, চোখ ঘুরত। আমি বুঝতে পারছিলাম, খাবারের সঙ্গে কিছু মেশানো হচ্ছে। দেবেশের অভিযোগ, সোমবার রাতে রনিতা তাঁকে একটি ইঞ্জেকশন দেয়। জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে বলে পোকা কামড়েছে। এরপর থেকেই তাঁর শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আরও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, কারণ রনিতা দেবেশের অসুস্থতার অজুহাতে বিভিন্ন আত্মীয় ও পরিচিতের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। সেই টাকা কোথায় গেছে, সে বিষয়ে কোনো সদুত্তর মেলেনি। ফলে এই ঘটনায় একদিকে যেমন শারীরিক অত্যাচার এবং খুনের চেষ্টা রয়েছে, তেমনি প্রতারণার দিকটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার পর রাজবন্দিগড় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রতিবেশীরা বলছেন, এতদিন বুঝতেই পারিনি ভেতরে কী চলছিল। ওঁরা খুব একটা মিশতেন না। এখন যা শুনছি, তাতে শিউরে উঠছি। পুলিশ জানিয়েছে, রনিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। দেবেশ সুস্থ হলে তাঁর বয়ানও পুনরায় নেওয়া হবে। এই ঘটনা নিছক গার্হস্থ্য কলহ না কি সুপরিকল্পিত হত্যার ষড়যন্ত্র, তা খতিয়ে দেখতে কোমর বেঁধে নেমেছে পুলিশ।

বিজেপি শাসিত রাজ্যেই অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক ঃ মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা বললেই 'বাংলাদেশী' কিংবা 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আসলে বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। হাওড়ায় মন্তব্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহীদ সমাবেশের সমর্থনে বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়ায় আইএনটিটিইউসি আয়োজিত এক প্রকাশ্য সমাবেশে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মন্তব্য করেন তিনি। হাওড়া ময়দান ফ্লাইওভারের নিচে আয়োজিত ওই সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডা রানা চ্যাটার্জি, হাওড়া জেলা সদর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাস, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, পুরসভার চেয়ারম্যান ডা সুজয় চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী এবং দেবাংশু দাস, পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ, অনুপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা বললে বাংলাদেশী বলে দাগিয়ে দেওয়া, বাংলা বললে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আসলে বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে এইভাবে বাংলার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ঋতব্রত বলেন, একটা অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে অসম, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা বললেই তাদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে।

হাই কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রাজ্যকে, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সারাতে ২ সপ্তাহের আল্টিমেটাম

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের দুর্বল সড়ক অবস্থা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট সম্পূর্ণভাবে উদ্বিগ্ন। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপত্রী স্মিতা দাস আজ রাজ্য সরকারকে সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন; সড়ক সংস্কারের জন্য বরাদ্দ প্রয়োজনীয় তহবিল অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে, কারণ বহু জেলার অবনতি মানবদেহের মতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আদালতের এই নির্দেশ রাজ্য সরকারের উচ্চ স্তরের কার্যক্রমে নতুন চাপ তৈরি করেছে। বিচারপতি সৌমেন সেন বলছেন, তঅনেক কিছুতে টাকা ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু সড়ক সংস্কারে তার ছোঁয়া নেইদ , এই মন্তব্য স্পষ্ট করে দেয় যে, কংকালের মতো অনাথরূপে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গর্ত, পচন, জলাবদ্ধতা এবং দুর্ঘটনার সুযোগ তৈরি করছে স্থানীয় জনগণের জন্য । তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সংস্কারের তহবিল না বরাদ্দ হয়, তবে আদালত নিজে প্রণোদিত হয়ে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে। দাক্ষিণ-পূর্ব প্রস্তুতির মতো ঘটনায় বিচারপতি স্মিতা দাস একমুখে মন্তব্য করেছেন; 'জেলাগুলোর সড়কের অবস্থা খুবই নাজুক। কিছু জায়গায় তো রাস্তায় রোগীর অ্যাম্বুলেন্স আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।' এই মন্তব্য একদিকে প্রশাসনিক দায়িত্বের হিসেব-নিকেশ তুলে ধরে, অন্যদিকে জনগণের নিরাপত্তার দায়বোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদালত বেঞ্চের এমন স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনার কিছুক্ষণ পরেই রাজ্য সরকারের গ্রন্থিত কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের পর কলকাতা শহরে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে; এম বাইপাস, ডায়মন্ড হারবার রোড, জে.এন. রোড এবং এ.জে.সি. বসু রোডসহ গুরুত্বপূর্ণ ন্যাশনাল ও স্টেট সড়কে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত যাত্রীদের অভিযোগ, 'সেখানে নেমে যেতে পারে সাইকেল থেকে, বাড়ি যাওয়াও এক অন্য চিয়ার ছিল'। অন্যদিকে কলকাতার নগর উন্নয়ন দপ্তরের একটি শীর্ষ প্রকৌশলী জানিয়েছে, 'পৃথিবীর বেশিরভাগ রাস্তা প্রায় ক্ষতচিহ্নিত হয়ে গেছে; আমরা বুঝছি না ঠিক কোন এলাকায় আগে শুরু হবে।' তবে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারাদেশে রাস্তায় বরাদ্দ খুবই কম এবং অনেক নিয়ে রয়েছে অর্থের স্মৃতি। আরও আন্দাজ করা যায়, রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সরকারি তহবিল পুনঃবিলম্বে পরিচালনা করছে, যাতে আইনসভা-হাউস বা অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যস্ততায় বিলম্ব না ঘটে। যাহোক, আদপেই বিষয়টির স্রোত এখন সম্পূর্ণ আদালতের হাতে পড়েছে। 'দায়িত্ব পালন করতে হবে;মনে রাখতে হবে, সড়ক তৈরিতে মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে,' , এমন এক উপদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই ধরনের নির্দেশের উজ্জ্বল প্রভাব ইতিমধ্যে প্রযুক্তি নিয়াতেও পড়ছে; গ্রিন টেকনিক্যাল গাইডলাইন তৈরির কথা বলা হচ্ছে যাতে চলন্ত যানবাহনে সৌর-ক্র্যাকিং না হয়। আরও বলা হচ্ছে, জেলা পরিষদের কাছে সরাসরি হুকুম সার্কুলার পাঠানো হবে যাতে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করে অবিলম্বে সংস্কার কার্যক্রম বন্ধ না থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত মনিটরিংও কার্যকর হবে; বেঞ্চ জানিয়েছে, 'কেন রয়েছে ভাঙাগর্ত; তার যেটুকু প্রশাসনিক দায়বোধ, সেটাও বুঝুন। আর যদি আল্টিমেটাম অমান্য হয়, আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নিবে।' রাজ্য সরকারের নিরীক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'আমরা এখন তহবিল বরাদ্দ নিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করছি। কোর টিমে ইতোমধ্যে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রয়োজনে গবেষকদের পাঠানো হয়েছে।' খবর আছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কার করা হবে;এমন কঠোর পরিকল্পনা ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া চাঞ্চল্যকর 'আমরা অতিরিক্ত রাতের বৃষ্টি ভেবে বসেছিলাম, কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্ব পালন না করার কি দায় কার?' বলা হয়ে যারা হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়ার পথেই কম্পষ্ট পথে পৌঁছেন না, তারা দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের। লোকজন এখন বিশ্বাস করছেন; তহবিল বরাদ্দ ও সড়ক সংস্কার হবে ঠিক সময়েই। ফিরে আসা আলোচনায় উঠে এসেছে 'ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, লোভী তহবিল'; এই দুই বিভ্রাট সহজে সমাধানযোগ্য নয়। তবে আদালতের তৎপরতা কিছুটা লাঘব দিয়েছে এই ভয় এবং তার সঙ্গে নতুন আলো দিয়েছে প্রশাসনিক দায়িত্বের দিকে। সময় এখন পরীক্ষা নেবে; এই আদেশ কবে কবে কার্যকর হয়, সেটা আগামী দিনগুলোতে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কলকাতা হাই কোর্টেরই হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের 'ভ্রমণের নিরাপত্তা ও মর্যাদা';এই বার্তা থেকে রাজ্য সরকারের আর কোনও বাহানাই গ্রহণযোগ্য নয়। চলুন দেখা যাক, আগামী ১৪ আগস্টের ভোরে কলকাতার বিকেল পর্যন্ত রাস্তা থাকবে কি না মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের যোগ্য; কিংবা আদালত আবারই আত্মপ্রণোদিত সংকেত পাঠাবে।

বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরীতে চুরি, প্রশ্নে আবাসিক নিরাপত্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ খোদ পুলিশ সুপারের বাড়িতে চুরি! তাও আবার রাজ্যের অন্যতম অভিজাত আবাসন বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরীতে! এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আর এই ঘটনায় কার্যত মুখ পুড়েছে জেলা প্রশাসনের। দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান জেলা পুলিশ। তবে প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে;যদি পুলিশ সুপারের বাড়িই নিরাপদ না হয়, তাহলে সাধারণ বাসিন্দারা কীভাবে নিজেদের নিরাপদ ভাববেন? জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের পরিবার বর্তমানে রেনেসাঁ উপনগরীর একটি বাংলোয় বসবাস করছেন। অভিযোগ, ১৪ জুলাই গভীর রাতে, আনুমানিক রাত তিনটের সময়, একদল দুষ্কৃতী দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং দামি জিনিসপত্র চুরি করে পালিয়ে যায়। পুলিশ সুপারের স্ত্রী রোশনী দাস ভট্টাচার্য বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় চুরি হওয়া সম্পত্তির মূল্য এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি, তবে বাসিন্দাদের মতে চুরির ধরন দেখে স্পষ্ট; পূর্বপরিকল্পিত ভাবেই বাড়িটি টার্গেট করেছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনা জানাজানি হতেই তদন্তে নামে বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি জানান, ঘটনার সূত্রে কিছু ক্লু পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত এগোচ্ছে। আমরা দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারব বলে আশাবাদী। তবে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ফের একবার সামনে এসেছে রেনেসাঁ উপনগরীর দীর্ঘদিনের পুরনো অভিযোগ; নিরাপত্তার ঘাটতি। এলাকায় ৭৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও সচল রয়েছে মাত্র পাঁচটি। দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগই কাজে লাগিয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরাও। এখানেই থেমে নেই সমস্যা। আবাসিকদের অভিযোগ, গত তিন, চার মাসে এলাকায় প্রায় ১২ থেকে ১৫টি চুরির ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়নি, বরং ঘটনা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে তদন্তের অজুহাতে। এদিকে চুরির ঘটনা ও নিরাপত্তার অভাব নিয়ে বারবার প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন আবাসনের বাসিন্দারা। রেনেসাঁ টাউনশিপ অ্যালোটিজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্যামল পালের কথায়, চুরি আটকাতে আমরা নিজেরাই পালা করে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছি। এটা কীভাবে স্বাভাবিক জীবন হতে পারে? একদিকে চুরি, অন্যদিকে ডেভেলপারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা; এই দুইয়ের মাঝে আমরা কার্যত জিম্মি। সংগঠনের পরিচালন কমিটির সদস্য সমীরণ মণ্ডল বলেন, নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। প্রশাসন, ডেভেলপার; সবাই উদাসীন। অথচ বাড়ি কেনার সময় বলা হয়েছিল, আধুনিক সিসিটিভি, ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটি, গার্ড মোতায়েন; সবই থাকবে। বাস্তবে কিছুই নেই। বাসিন্দাদের অভিযোগ, একাধিকবার ডেভেলপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি। উল্টে আবাসিকদের বিরুদ্ধেই থানায় মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। নবাবহাটের এই বিশাল উপনগরীতে বর্তমানে প্রায় তিন হাজার পরিবারের বাস। বাংলো, ফ্ল্যাট এবং প্লট মিলিয়ে গড়ে উঠেছে একটি শহরের মতো পরিবেশ। কিন্তু অবকাঠামো ও নিরাপত্তার প্রশ্নে রেনেসাঁ যেন এক অস্থায়ী শিবির। বহু পরিবার এখনও চূড়ান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে বসবাস করছেন। সন্ধ্যা নামলেই আতঙ্ক চেপে বসে, কখন আবার চোর-ডাকাত হানা দেয়! চুরির ঘটনায় কার্যত গর্জে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা চাইছেন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সিসিটিভি ক্যামেরা সচল করা, যথাযথ সংখ্যায় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন, এবং প্রতি ওয়ার্ডে রাত্রিকালীন পুলিশ টহল বাড়ানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা। একইসঙ্গে, এই ঘটনায় যাঁরা দায়ী, সেই দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন। রেনেসাঁ-র বাসিন্দারা এও বলছেন, ঘটনা ছোট হোক বা বড়, পুলিশ বা প্রশাসন প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করুক। সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে হলে, শুধু কথা নয়, চাই কার্যকর ব্যবস্থা। এখন প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ সুপারের বাড়িতে যদি নিরাপত্তার এই হাল হয়, তবে সাধারণ মানুষের ঘর-দোর, পরিবার, সম্পত্তি রক্ষা করবে কে? প্রশাসনের কাছে এখন জবাবদিহির সময়। কারণ রেনেসাঁর বাসিন্দারা আর কোনও আশ্বাস নয়; চাই নিশ্চয়তা, চাই নিরাপত্তা।

২১শে জুলাইয়ের প্রচারের হোর্ডিং ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনায় হাওড়ার শিবপুরে উত্তেজনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহীদ সমাবেশের প্রচারে শহরে লাগানো তৃণমূলের হোর্ডিং ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটলো হাওড়ার শিবপুরে। এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার কথা শোনার পরই শিবপুরে দলের নেতৃত্বকে পুলিশ কমিশনারেটে এফআইআর করার নির্দেশ দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা দলের হাওড়া জেলা সদরের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে এই ঘটনায় বিরোধী বিজেপি এবং সিপিএমের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। যদিও, বিজেপির পাল্টা দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রসঙ্গত বুধবার শিবপুরের ফোরশোর রোড এবং জগৎ ব্যানার্জি রোডে রাস্তার ধারে লাগানো মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া হোর্ডিংগুলি কে বা কারা ব্লেড দিয়ে ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে তৃণমূল নেতৃত্ব শিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ২১শে জুলাই এর ধর্মতলার শহীদ স্মরণ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া শহর জুড়ে প্রচার তুঙ্গে। পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং ও দেওয়াল লিখনে ছয়লাপ। এরই মধ্যে শিবপুর থানার অন্তর্গত ফোরশোর রোড ও জগৎ ব্যানার্জী রোডে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টে লাগানো হোর্ডিংগুলিকে কে বা কারাও ব্লেড দিয়ে কেটে দেয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলীয় নেতৃত্ব পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী ও হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অরূপ রায় বলেন, 'এই ঘটনার পিছনে বিরোধী দল বিজেপি এবং সিপিএম আছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের ভোট বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছিল। ফের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারা তলায় তলায় এক হয়েছে। আমরা পুলিশকে বলছি গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হোক। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হোক। তাহলেই বোঝা যাবে কে বা কারা এর পিছনে রয়েছে। অরূপ রায় আরও বলেন, এটা একটা চক্রান্ত চলছে। গত ২০২১ সালে আমরা দেখেছিলাম সিপিএম-বিজেপি এক হয়ে গিয়েছিল। সিপিএমের টোটাল ভোট বিজেপির দিকে টার্ন করেছিল। এর ফলে বিজেপি অনেক বেশি ভোট পেয়েছিল। সিপিএম যে ভোটটা বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে পায় তা ওরা পায়নি। সিপিএম সেইবার অনেক কম ভোট পেয়েছে। এবং সেই ভোট যে বিজেপিতে চলে গেছে তা বুঝতে পারা গেছে। এখনও ওরা এক হয়েছে। ওরা পরিকল্পনা করে চক্রান্ত করে একটা কিছু করতে চাইছে। ২০২৬ সালের আগে যাতে হিন্দু ভোটটা ওদের দিকে পোলারাইজড করতে পারে সেই কারণে ওরা একটা চক্রান্ত করছে। আমাদের দলের হোর্ডিং, ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ার মতো কাজ ওরা করছে। পুলিশ কমিশনারের কাছে এই বিষয়ে এফআইআর করতে বলেছি। সিসিটিভি পরীক্ষা করলেই কারা করেছে তা জানা হবে। এরপর যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে। যারা এই কাজ করেছে তারা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করছে। মানুষ তাদের আগামী নির্বাচনে শিক্ষা দেবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই কি এই ঘটনা? বিজেপির এই অভিযোগ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, পুলিশ তদন্ত করলেই পুরো ঘটনাটা জানা যাবে। আমাদের দলে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, বিরোধীরা কেনই বা তৃণমূলের হোর্ডিং ছিঁড়বে? তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের কারণেই এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর লাগানো হোর্ডিং ছিঁড়েছে। ওদের নিজেদের মধ্যে সব জায়গাতেই মারামারি লেগে রয়েছে।

স্কুল পড়ুয়াদের পুলিশের সচেতনতা

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর ঃ দিন দিন বাড়ছে অপরাধীদের ভিন্ন সাইবার প্রতারণা পাশাপাশি ভিন্ন সময়ে স্কুল পড়ুয়ারা সোশ্যাল মিডিয়া আলাপচারিতায় বন্ধুদের প্রলোভনে অ সচেতনতায় ভিন দেশে চলে যায় অজান্তে বিয়ে করে ফেলে। সেই সব পড়ুয়াদের বাল্য বিবাহ রোধ সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে পথে নামল নববারাকপুর থানার পুলিশ। বুধবার বিকেলে নব বারাকপুর কলোনী গার্লস হাইস্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বাল্য বিবাহ এবং সাইবার প্রতারণা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা মূলক সভা করা হয় বিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলঘরে। থানার সাইবার টিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সৌমেন দাস, জগত পাল, লেডি কনস্টেবল মাম্পি সরকার এবং লেডি হোমগার্ড প্রিয়াঙ্কা দত্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও। মূলত ভিন্ন ধরনের সাইবার ক্রাইম নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতনতা পাঠদান এবং প্রতিকারের দিশা তুলে ধরা হয়। বাল্য বিবাহ রোধ নিয়ে ও আলোচনা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষিকা সহ মেয়েরাও পুলিশের সচেতনতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। বহু অজানা তথ্য জানতে পারে।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে স্পিড লেজার নজরদারি, অতিরিক্ত গতি ধরলেই মামলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী ঃ দ্রুত গতিতে গাড়ি চালালে এবার আর রক্ষা নেই। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে বারবার ঘটতে থাকা দুর্ঘটনা রুখতেই কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো আটকাতে চালু হয়েছে বিশেষ অভিযান। শুরু হয়েছে নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রাফিক পুলিশের নিরন্তর তৎপরতা। এবার থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে নির্ধারিত গতি অতিক্রম করলেই পড়তে হবে পুলিশের আইনি জালে। বৃহস্পতিবার থেকেই এই নতুন নজরদারি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে বর্তমানে মোট পাঁচটি ট্র্যাফিক গার্ড রয়েছে, যেগুলি ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অধীনে পরিচালিত। প্রতিটি গার্ডকেই দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক স্পিড লেজার গান। এই যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাপা যাবে কোনও গাড়ি নির্দিষ্ট গতিসীমার বাইরে চলছে কি না। যদি কোনও চালক সেই গতি সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহলে সেই গাড়ির নম্বর চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে মামলা রুজু করা হবে। কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। দুর্ঘটনা রোধে জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। গত কয়েক মাসে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে একের পর এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের জুন মাসেই রথযাত্রার দিন ঘটে যায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তারও আগে মে মাসে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচ জন আহত হন। পুলিশ জানাচ্ছে, শুধু দুর্ঘটনার পরে ব্যবস্থা নিলেই চলবে না, দুর্ঘটনা ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করতে হবে। সেজন্যই এবার নজর দেওয়া হয়েছে গতি নিয়ন্ত্রণে। স্পিড লেজার গান সেই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গাড়ির গতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরা পড়বে এবং কোনও মানবিক ভুল বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকবে না। এই অভিযান আপাতত শুধু কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে শুরু হলেও ভবিষ্যতে তা ব্যারাকপুর কমিশনারেটের আওতাধীন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কেও চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। পুলিশের মতে, নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাফিক আইন মেনে চলা এখন অত্যন্ত জরুরি। তাদের বক্তব্য, কড়াকড়ি না করলে নিয়ম কেউ মানতে রাজি হচ্ছেন না। তাই এই ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি এখন সময়ের দাবি। যাত্রী নিরাপত্তা এবং দুর্ঘটনামুক্ত সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শুরু করেছে। প্রশাসনের পাশাপাশি চালকরাও যদি দায়িত্ববান হন, তাহলে আগামী দিনে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে উঠতে পারে দুর্ঘটনামুক্ত এক আদর্শ রাস্তাঘাট ব্যবস্থার মডেল। পুলিশের স্পষ্ট বার্তা;যাঁরা গাড়ি চালান, তাঁরা যদি নিজেদের গতি নিয়ন্ত্রণে না আনেন, তাহলে আইন নিজের পথে চলবেই।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সঠিক পরিকল্পনায় উপকৃত সুন্দরবনের কৃষকরা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ সুন্দরবনের নোনা মাটিতে চাষ এক সময় ছিল চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সঠিক পরিকল্পনায় আজ উপকৃত কৃষকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি বড় অংশ যা সুন্দরবনের মধ্যেই পড়ে।আর এই সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা কৃষিকাজের উপর। আর এই ভরা বর্ষায় ভাল ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বৃষ্টি অপরিহার্য। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র বিজ্ঞানী ড চন্দন কুমার মন্ডল বলেন,সম্পূর্ণ জৈবভাবেই সবজি ফসল উৎপাদন সম্ভব। সবজি চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল জৈব সারের মাধ্যমে করতে হবে। তারপর নিয়মিত পরিচর্যা এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতেও জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। সারাবছর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বল্পপরিসরে শাকসবজি উৎপাদন করে নিজের চাহিদা মিটিয়ে তা বাণিজ্যিক ভাবেও লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেচের জন্য জল সরবরাহ করে, মাটির আর্দ্রতা পুনরায় পূরণ করে, জলবায়ু ও আবহাওয়ার ধরণকে প্রভাবিত করে। বৃষ্টি কৃষি পণ্যের গুণমান এবং পরিমাণের পাশাপাশি কৃষকদের আয় ও জীবিকা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এলাকায় বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে বৃষ্টির উপরে নির্ভরশীল। আর এই বর্ষাকাল সবজি চাষের আদর্শ সময়।আর এই সময় বৃষ্টি ফসলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করে, সেচের প্রয়োজন কমায় এবং খরার ঝুঁকি কমায়। বর্ষা তাপমাত্রাও কমিয়ে দেয়, যা অনেক সবজির জন্য উপকারী যেগুলি প্রচণ্ড গরমে ফলতে পারে না।বর্ষাকাল ধনে, ধান, বেগুন পটল উচ্ছে ঢেঁড়শ আরও বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করার জন্যও একটি ভাল সময়, আর এই সময় এই ধরনের সবজিগুলিতে চাষবাসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী আর তাই বর্ষাকালে সবজি চাষের উপযুক্ত সময়। আর যদি এই পদ্ধতিগুলি আপনি ঠিকঠাকভাবে মেনে চলেন তাহলে চাষবাসের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবেন।

কেশিয়াড়িতে হেড ক্লার্ক খুনে, গ্রেপ্তার প্রাক্তন টিএমসিপি নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে বিডিও অফিসের হেড ক্লার্ক অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃশংস খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা জেলায়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রনেতা শিবু রাউলকে। রাজনৈতিক রং পেয়ে গিয়েছে এই হত্যাকাণ্ড, অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। জানা গিয়েছে, শিবু রাউল এক সময় কেশিয়াড়ি গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরই টিএমসিপি-র তরফে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয় তাঁকে। তবে শিবুর বিরুদ্ধে আগেই আচরণজনিত নানা অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, সেসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে কেশিয়াড়ির একটি ভাড়া বাড়ি থেকে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয় অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায়ের নিথর দেহ। তিনি ছিলেন স্থানীয় বিডিও অফিসের হেড ক্লার্ক। পুলিশ তদন্তে নামে এবং জানতে পারে, নিহত অভিষেকবাবুর পাশের ঘরেই থাকতেন শিবু। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, সোমবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ দুইজনের মধ্যে কোনো কারণে তুমুল বচসা হয়। রাগের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক কোপ মারেন শিবু। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন অভিষেকবাবু। এরপর দরজা বন্ধ করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পুলিশ তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে। পরে জেরা করে প্রমাণ হাতে আসায় গ্রেপ্তার করা হয় শিবুকে। খড়গপুর মহকুমা আদালতে তাকে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। মৃতের স্ত্রী শিল্পী চট্টোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনায় কেশিয়াড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই নৃশংস খুনের পরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কেশিয়াড়ি ব্লকের টিএমসিপি সভাপতি দেবাশিস দে দাবি করেছেন, 'শিবুর বিরুদ্ধে আগেই নানা অভিযোগ উঠেছিল। তাই দলীয় দায়িত্ব থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, দায়িত্ব না থাকলেও কলেজ চত্বরে প্রভাব খাটানো ও দাদাগিরি চালাতেন শিবু।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২২৭, শুক্রবার, ১ শ্রাবণ ১৪৩২

বাঙালি সুরকার নচিকেতা ঘোষ

স্বপ্ন দেখতেন, একদিন সুরের জাদুকর হবেন। কিন্তু স্কুলের পর ডাক্তারিটা তাঁকে পড়তেই হল। বাবা, তুতো দাদা, দিদি, জামাইবাবু সকলেই তো ডাক্তার। সুতরাং ডাক্তার তাঁকেও হতে হবে, এমনই ঘোষ বাড়ির বিধান! ডাক্তারি পাশ করলেন তিনি। পিতার ইচ্ছাপূরণ হল। এ বার পালা নিজের ইচ্ছে মেটানোর। ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে অথচ গান হিট। সুরকার নচিকেতা ঘোষ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। অনেকটা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত বলে দিতে পারতেন কোন গান হিট হবে। আরও সুন্দর করে বললে বলতে হয় কোন শিল্পীর গায়কী কি ধরণের, কোন গানটা কাকে দিয়ে গাওয়ানো যাবে বাংলা গানের ক্ষেত্রে নচিকেতা ঘোষের মত অন্য সুরকার বোধহয় অত ভাল করে বোঝেন নি! কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কথা ভেবে তৈরি করেছিলেন। 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা'। ওই গানে সুর করে সেই ছন্দের স্টাইল সম্পর্কে বন্ধু দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে বললেন-বুঝলি দ্বিজেন, এই ছন্দের ভঙ্গিটার লাখ দাম, সন্ধ্যাকে দিয়ে দিলাম। 'পৃথিবী আমারে চায়' ছবিতে গীতা দত্তকে দিয়ে গাইয়েছিলেন-'নিশি রাত বাঁকা চাঁদ', সেই সময় ঠিক ওই মেজাজের গান গীতা দত্ত ছাড়া অন্য কেউ বোধহয় গাইতে পারতেন না! আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'আমার গানের স্বরলিপি' চিরকালের গান হয়ে আছে। যিনি স্বরলিপিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি অবশ্যই নচিকেতা ঘোষ। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এক স্মৃতিচারণামুলক লেখায় নচিকেতা ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন তিনি আদপে ছিলেন একজন ড্রিমার। বম্বেতে অনেক বড় পরিসরে কাজ করতে গিয়ে বোধহয় তেমন সুযোগ পাননি! তবে সেখানে সুযোগ পেলে নিশ্চিত ভাবে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করে দিতেন। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরে নিজের মেজাজে গান করতে পেরেছিলেন।'চিরদিনের' ছবিতে মান্না দে'র গাওয়া গান গুলি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল। সমরেশ বসুর গল্প 'অবশেষে' নিয়ে ছবি করবেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্প শুনে সেই ছবির নাম বদলে দিলেন নচিকেতা ঘোষ।হাসি আর প্রেমের ছবি 'মৌচাক'। ঠিক কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল সেকথা নতুন করে না লিখলেও হবে। এই মৌচাক ছবিতে 'পাগলা গারদ কোথায় আছে' গানটি চিত্রনাট্যে ছিল না। নচিকেতা ঘোষের অনুরোধেই গানটি ব্যবহার করা হয়। চিত্র পরিচালকদের সঙ্গে কখনও আবার রসিকতা করে বলতেন এখানে গান দেবেন !দিন, দর্শকরা কিন্তু ওই সময়েই টয়লেটে-এ যাবে। বাঙালিদের জন্য চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নচিকেতা ঘোষ যেসব গান উপহার দিয়েছেন তার বোধহয় তুলনা নেই। আর গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সাথে দারুণ রিলেশন ছিল। নচিকেতা ঘোষ কি বলতে চাইছেন প্রায় ম্যাজিকের মত বুঝতে পারতেন তিনি। নচিকেতা ঘোষ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছুই নেই, তাঁর উদাহরণ তিনি স্বয়ং। আসলে বাংলা গানের এমন সব প্রতিভাবান সুরকার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাংলা আধুনিক গান স্বদেশের সীমানা ছাড়া আন্তর্জাকি স্তরে নাম করেছিল। সেই সঙ্গে ছিল সাধনা। সুরকার থেকে শুরু করে সঙ্গীতশিল্পীরা গানকে নিয়ে সাধনা করতেন বলেই বাংলা গান গজৎ জোড়া সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা আধুনিক গানের বহু সুর জার্মান, ফরাসি, রুশ গানে ব্যবহার করেছিল সেই সব দেশের সঙ্গীত শিল্পীরা।

মুকুটহীন রানি

উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহাজানপুরের জমিদার পত্নী বাঙালি কন্যা, নিজের জমিদারিতে ছিলেন মুকুটহীন রানি। কাশ্মীরি ব্রাহ্মন স্বামী সস্নেহে জায়া সুদক্ষিণাকে ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া শিখিয়েছেন। ইংরেজদের মত ঝরঝরে ইংরেজি বলতেন। স্বামীর প্রয়াণের পরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজে সরেজমিনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিজেদের জমিদারি দেখে আসতেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা জানতেন সুদক্ষিণার মত মনে প্রাণে ব্রিটিশ বিদ্বেষী আর দুটি নেই। ব্রিটিশ শাসকরা এই বাঙালি কন্যাকে তিনবার 'মহারানি' খেতাব দিতে চাইলেও প্রতিবার তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন ব্রিটিশ খেতাব। অন্য গাঁয়ে অথবা অন্য জমিদারিতে ডাকাতি হলেও তাঁর জমিদারি ছিল এসবের উর্ধ্বে। প্রজারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত -রামরাজত্বে বাস করি। রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অনেক ব্রিটিশ পুরুষ রাইফেল শুটার। একসময় জমিদারি দেখাশোনার সঙ্গে জনকল্যাণ ও লোকসেবায় মন দেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন।' দি ইন্ডিয়ান ভিলেজগার্ল' নামে একটি সুর দিয়েছিলেন, রেকর্ডে এই সুর বেশ জনপ্রিয় হলেও সব কৃতিত্ব দিয়েছিলেন দাদা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। শাহাজাহানপুর থেকে যখন কলকাতায় আসতেন সকালবেলাটা কাটিয়ে দিতেন সংগীতচর্চায়। আটটি বোনের সবার ছোট সুদক্ষিণা,পোশাকি নাম পূর্ণিমা। জন্মের পরে পিতাকে হারিয়ে দাদা- দিদিদের কাছে আদরে বড় হয়েছেন। অসমান্য সুন্দরী এই কন্যার রূপ চাঁদের ষোলো কলার মত ছড়িয়ে পড়লে সবার চোখ খুলল। এমন সুন্দরীর যে রাজারাজড়ার ঘরের বধূ হিসেবে মানায়। অতএব তাঁর তেমন বর দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুদক্ষিণা দেবীর বর অচিরেই পাওয়া গেল বুধাওনের অধিবাসী জমিদার পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে। একদিকে তিনি কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, আবার আইসিএস অফিসার। মননে যথেষ্ট প্রগতিশীল মানুষ। সুদক্ষিণার কর্মস্থল যেহেতু উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহাজানপুর,তাই বাংলায় তিনি একরকম অপরিচিতা। রান্নার লক্ষ্ণৌ প্রণালী লিখতেন,প্রজ্ঞাসুন্দরীর মত হয়ত রান্নার হাত ভাল ছিল! জমিদার হিসেবে নয় সমাজসেবা করে সুদক্ষিণা কাইজার - ই-হিন্দ মেডেল পেয়েছেন। শেষ জীবনে পোষ্যপুত্রের সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে কলকাতায় আসেন

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

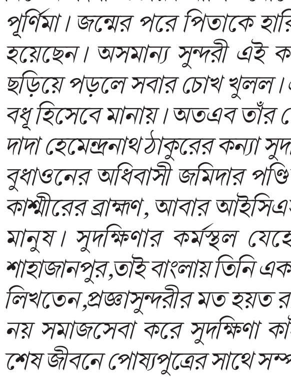

তুমি যেটা আজকে দেখাবে সেটা তোমাকেই ফল ভোগ করে যেতে হবে। এর থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই। সেই কারণে মানব সেবায় নিজেকে ব্রতী হতে হবে। মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত। মাকে প্রমাণ করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে দেবীর ওপরে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচেছ আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনওদিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে বড় মন চই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

কাজ ছাড়া এই পৃথিবীতে থাকার কারোর কোনও অধিকার নেই। ঈশ্বর বলে আমরা যাকে মানি বা পুজো করি তিনি সব ঠিক করে দেন। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটাও সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করে থাকেন। সবাই তো পুজো করে। কিন্তু পুজো করলে সবাই ভালো থাকতে পারে না। কারণ মনের মধ্যে যে নোংরা রয়েছে তাকে দূর করে তবেই পুজোর আসনে বসতে হয়। সেটা যারা করে না তারা হাজার পুজো করলেও তাদের মন কিন্তু নোংরা থেকে যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যা বলতেন তাই শুনে শুনে লিখে রাখতেন শ্রীম। তিনি হচ্ছেন মহেন্দ্রলাল গুপ্ত। তিনি লিখে রাখতে বলেই আজকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়তে পারছি। না হলে কবেই ঠাকুরের কথাগুলো একেবারে মুছে যেত। কেউই তার সন্ধান করতে পারতো না। মানব ধর্মের একটি স্বচ্ছ অবস্থান রয়েছে। এটা যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনি মহান হতে পারেন। তাঁর নাম পরলোকের পরও মানুষ স্মরণে রাখে। আর সেটা যারা করতে পারেন না তারা কিন্তু পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলে যেতে থাকে। এটাই নিয়ম।

বাংলার বিজ্ঞান সাধনায় অক্ষয় কুমার দত্তের প্রকাশ আজও অমর রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

১৭৭০ শকাব্দের মাঘ মাস বা ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তের আরেকটি নতুন ধারাবাহিক রচনা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' আরম্ভ হয়েছিল। এসময়ে একদিকে যখন তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা ও ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই আবার অন্যদিকে তাঁর বিজ্ঞানমুখী মন মানবপ্রকৃতির সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ বিচারের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁর এই রচনাটি সেযুগের বাংলার শিক্ষিত মানুষের উপরে খুবই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, এমনকি এটি নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত তখন একটি কবিতাও লিখেছিলেন। তত্ত্ববোধনী পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয় কুমার দত্তের এই ধারাবাহিক রচনাটি পরবর্তীসময়ে গ্রন্থাকারে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল; এরমধ্যে ২৯১ পৃষ্ঠার প্রথম ভাগটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৩ শকাব্দের বা ১৮৫১ সালের ৮ পৌষ তারিখে, এবং ২৮৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৪ শকাব্দের বা ১৮৫৩ সালের ১০ই মাঘ তারিখে। এই গ্রন্থটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার আগেই, ১৭৭৩ শকাব্দের বা ১৮৫১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১২০নং পৃষ্ঠায় গ্রন্থটির বিষয়ে অক্ষয় দত্ত স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি নিম্নরূপ ছিল-বিজ্ঞাপন ঃ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এইগ্রন্থ বিশিষ্টরূপ সংশোধন পূর্বক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা যাইতেছে। প্রথম ভাগের মূল্য দুই টাকা। কোন বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ একেবারে অধিক খণ্ড গৃহীত হইলে দেড় টাকা মূল্যেও দেওয়া যাইতে পারে। যিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে আমার নিকট পত্র লিখিবেন। -শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত। এরপরে এই একই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনও তত্ত্ববোধিনীতেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরের মাসেই বের হয়েছিল। আর প্রথম ভাগের মত দ্বিতীয় ভাগের মূল্যও দু'টাকা, এবং বিদ্যালয়ের জন্য একসঙ্গে অনেক খণ্ড কিনলে দেড় টাকা রাখা হয়েছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল যে, অক্ষয় দত্ত তাঁর এই নবরচিত বিজ্ঞান মনস্ক রচনাটিতে ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন, বা তাঁর এই লেখার মধ্যে ঠিক কি ছিল, যা তখন স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনের উপরেও বিশেষ ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? এই গ্রন্থে উল্লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের নিজের কথা থেকেই এতে আলোচিত প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। গ্রন্থটির প্রথম ভাগের ভূমিকার একজায়গায় তিনি লিখেছিলেন, দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, তাহা সম্যকরূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব-প্রণীত 'কান্‌স্টিটিউশন অব ম্যান' নামক গ্রন্থে এবিষয়ে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসংগত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।

অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তত্ত্ববোধনী পত্রিকার এই যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক জ্ঞান তাপস সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'র বলেছিলেন,তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ!

এখানেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অসামান্যতা সম্পর্কে ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া যায়। তত্ত্ববোধনী পত্রিকার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই পত্রিকার সূচনাপর্বের প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্তের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে চাইলেও কিছুকালের মধ্যেই এই চিন্তাশীল যুক্তিবাদী মানুষটি কিন্তু তাঁকেই অভিভূত করে ফেলেছিলেন, এবং এমনকি পরবর্তীসময়ে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের উপরে অক্ষয় দত্তের প্রভাবও অনেকটাই কার্যকরী হতে দেখা গিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে অক্ষয় কুমার দত্তকে তত্ত্ববোধনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করে, তাঁর ধর্মচিন্তার একান্ত অনুরক্ত সুহৃৎ রাজনারায়ণ বসুকে এই পদে অনায়াসে নিযুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কখনই তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এধরণের কোন সংকীর্ণ কাজে লাগাতে চাননি। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্য ও অনুমোদন না থাকলে এই পত্রিকাটি কখনই উনিশ শতকের বাংলায় এমন আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পারত না। এমনকি স্বয়ং অক্ষয় দত্ত-ও 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটির পরিমার্জনের কাজে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছিলেন বলে নিজেই এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন। আর এসবের জন্যই উনবিংশ শতকের বাংলায় মাসিক তত্ত্ববোধনী পত্রিকা সেযুগের শিক্ষিত মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও যুক্তি -তর্ক-চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞান -বিজ্ঞানের চর্চার একটা আদর্শ মঞ্চ হয়ে উঠতে পেরেছিল।

অক্ষয় দত্তের যুক্তিবাদী মন তখন কিভাবে দেবেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল, অতীতে এবিষয়ে জানাতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, অক্ষয়বাবু আর একটি মহৎ কার্য সংসাধন করিয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহার নাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্তব্য নির্ণয় করতেন; এবং একবার যাহা নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত হইতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়বাবুকে শ্রদ্ধা করতেন।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলা বিজ্ঞান সাধনায় তত্ত্ববোধনীর সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্তের অবদান

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তাঁরা কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে সব কিছুকে মাপার চেষ্টা চলছিল। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছে। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে- না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থ্যহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন অক্ষয় কুমার বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালী দিয়ে প্রার্থনা শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা ইনারা একপ্রকার অস্বীকার করতেন। ইঁনারা বলতেন মানুষের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-' এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন-,' আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।' অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন,'বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নতুন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।'

অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খুটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রচণ্ড জানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি কোনও একটি বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি খোগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খগোল হল দূরবীন। পারিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিত, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে।

অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরের। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।' বিক্রমপুরের কালীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-'বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে।

পুরানো কলকাতার রাস্তার খাবারের একটি আলাদা রকমের স্বাদ এবং গন্ধ ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

কলকাতায় তখন এত ক্যাফে, মল, মাল্টিপ্লেক্স গজিয়ে ওঠেনি। হাতিবাগানে ট্রাম থেকে নামলে মনে হতো সিনেমার উৎসব চলছে। তখন কিন্তু স্টার থিয়েটার মানে একটা আগুনে পোড়া বাড়ি। খয়েরী রঙের একটা বোর্ড দেখলে শুধু নামটা পড়া যেত। ওই বাড়ির একদম কোনাকুনি, ট্রাম রাস্তার ওপারে রাধা সিনেমা। সেই ফুটপাত ধরে শ্যামবাজারের দিকে হাঁটলে, প্রথমে বাঁ হাতে পড়ত মিনার। কারণ তার আগে উত্তরা আর শ্রী সিনেমা দুটোতে তালা পড়ে গিয়েছিল। মার্কেট তৈরির কাজ কয়েকবছর পর শুরু হয়। মিনারের উল্টো ফুটপাতে মিত্রা। আর একটু এগোলেই দর্পণা। আর তারপর ফড়িয়া পুকুরের গলিতে টকি শো হাউজ। মোটামুটি এই কয়েকটা সিনেমা হল ঘিরেই উত্তর কলকাতার আমোদ প্রমোদ লেগে থাকত।

কিন্তু ভালো ইংরেজি ছবি এ পাড়ায় প্রায় আসতই না। তখন বাবা আমাদের নিয়ে যেত ধর্মতলায়। সেখানে হগ মার্কেটের কাছে গ্লোব সিনেমা, নিউ এম্পায়ার, প্যারাডাইস, চ্যাপলিন, রক্সিতে যে কত সিনেমা দেখেছি তার কোনো হিসেব নেই।

বাবা খাওয়াতে খুব ভালোবাসত। আমাদের নিয়ম ছিল সিনেমার শেষে ভালো রেস্তোরাঁয় খাবার। এখানে ভালো রেস্তোরাঁ মানে কিন্তু ফাইভ স্টার নয়। চাঁদনী চকের গলির মধ্যে সাবীর বা নিউ মার্কেটের পিছনে প্রথম আমিনিয়া। দুপুরের শো হলে চিত্তদার দোকানে স্টু। আর উত্তর কলকাতা হলে কুমোরটুলির ধীরেন কেবিন, নিরঞ্জন আগার, চাচার হোটেল, বা বাড়ি ফেরার পথে গোলবাড়ির কষা মাংস। বাবা সবসময় বলত, কলকাতার অলিগলিতে যা ভালো খাবার পাওয়া যায়, তা জীবনের হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষকেও নতুন করে বাঁচতে শেখায়।

বেথুন কলেজের সামনে হেঁদোর পুকুর। সুইমিং পুল বললে, তখন লোকজন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসত। হেঁদোর পিছনের গেট দিয়ে বেরোলেই রাম দুলাল সরকার স্ট্রিটের গলির মুখে বৈকুণ্ঠ বুক স্টল। অদ্ভুত একটা কোনাকুনি ভাবে তৈরি হাফ সার্কেল বইয়ের দোকান। আমাদের ইস্কুল ছিল শ্যামপুকুর স্ট্রিটের শৈলেন্দ্র সরকার। তার যাবতীয় সিলেবাসের বই এই দোকানে পাওয়া যেত। না থাকলে আনিয়ে দিত।

আমি তক্কেতক্কে থাকতাম বাবার সাথে বই কিনতে যাব। কারণ রাস্তার ওপারে কুমকুম রোল সেন্টার। রাম দুলাল সরকার স্ট্রিটের বাঁ হাতি ফুটপাতে নকুড় নন্দীর মিষ্টির দোকানে জলভরা। আর যদি বাবার মেজাজ ভালো থাকে কাঁচের দরজা ঠেলে চাচার হোটেলের ম ম করা গন্ধ।

আর একটা অসাধারণ তেলেভাজার দোকান ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির ঠিক পিছনের গলিতে। নাম মনে নেই। কিন্তু দুর্দান্ত মাছের চপ বিক্রি করত। আর কুমকুম রোল সেন্টারের একটু আগে ট্রাম রাস্তার ওপর ছিল একটা বেনামী দোকান। ওখানে বিক্রি হত আন্তর্জাতিক লেভেলের চিকেন চাপ্। লিখতে লিখতে জিভে জল চলে আসছে। আজকাল ফুড ভ্লগিংগুলো যখন দেখি তখন মনে হয় এ জিনিসটা বাঙালির রক্তে বইছে। নাহলে কোনো বাঙালি বলুক ধর্মতলায় অনাদির পরোটা খেয়ে দুচোখ বন্ধ হয়ে আসেনি তৃপ্তিতে। বা ডালহৌসির অফিস পাড়ায় চন্দননগরের মিষ্টি বিক্রেতার কাছে সূর্য মোদকের তালশাঁস খেয়ে শরীরটা শূন্যে ভেসে যায়নি।

এমন সব রত্ন আজ চাপা পড়ে গিয়েছে সস্তার বাজারী ছত্রাকের ভিড়ে। কন্টিনেন্টাল, ফিউশন এসব শব্দ আমরা তখন জানতামই না। আমরা দুই ভাই খেতাম। আর বাবা এক কাপ চা নিয়ে বসত আমাদের সামনে। খুব বেশি হলে একটু পরোটা বা নান ছিঁড়ে টেস্ট করত। কোনোদিন দেখিনি নিজের জন্য বিরিয়ানি বা মটন অর্ডার করে মানুষটা খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলত, আমার শখ মিটে গেছে। এখন তোরা খাচ্ছিস দেখতে ভালো লাগে।

বাবার সাথে একদিন এসপ্ল্যানেডে র‍্যালি সিংয়ের দোকানে শরবত খাচ্ছি। গিয়েছিলাম মেট্রো সিনেমায় একটা ছবি দেখতে। খুব সম্ভবত 'ডানস্টান চেকস্ ইন।' শরবত খাওয়ার সময় দেখি, ফুটপাতের একটা ছোট্ট স্টলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষ পাউরুটি ঘুগনি খাচ্ছে। তাদের কারোর কাঁধে ঝুলছে অফিসের ভারি ব্যাগ। কেউ তার পিঠের ঢাউস মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের বস্তাটা নামিয়ে রেখেছে। কেউ সালোয়ারের আঁচল দিয়ে রোদ্দুর ঢাকার চেষ্টা করছে চোখের ওপর। একহাতে ঘুগনির প্লেট ধরা। এদের থেকে কিছুটা দূরে দাড়িয়ে আছে একজন মানুষ। খাটো লুঙ্গি আর কাঁধে একটা চামড়ার ঢাউস ভিস্তি থলি। তখন কলকাতার রাস্তায় এদের দেখা যেত। ভিস্তিওয়ালা। এরা ঘুরে ঘুরে জল সরবরাহ করত। লোকটার ভাঙাচোরা মুখে ঘাম ঝরছে। করুণ ভাবে তাকিয়ে আছে পাউরুটি ঘুগনির দোকানটার দিকে। কিন্তু কারোর কাছে খেতে চাইছে না। একবার গলার গামছাটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। তারপর কাঁধের চামড়ার থলিটা বাঁ দিক থেকে নামিয়ে ডান কাঁধে নিল। পায়ে একটা শতছিন্ন চটি। লোকটার পা আমার পরিস্কার মনে আছে, কারণ বুড়ো আঙুলের কাছে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। আমার হাতে ধরা র‍্যালিসের রোজ সিরাপের গেলাসটার গাঢ় ক্রিমসন রেড কালারটা আমার হঠাৎ আর ভালো লাগছে না। গেলাসটা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি চুপ করে। বাবা লোকটার দিকে তাকে দিয়ে দিল।

পাঠকদের কলমে বিলাতের কফি বিক্রেতা

শংকরলাল কর্মকার

ঠিক একশ পাঁচ বছর আগে ১৯২০ সালের ঘটনা। সামনে যেন স্বয়ং যিশু, রবীন্দ্রনাথকে দেখে নতজানু লন্ডনের কফি বিক্রেতা।

রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট বলে ভুল করেছিলেন কোন এক ইংরেজ। লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এমনই ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায়।

তখন ১৯২০ সাল। নোবেলজয়ী কবি বিশ্বযাত্রার অংশ হিসাবে তখন লন্ডনে উপস্থিত। আর ওকালতি পড়ার উদ্দেশ্যে তখন লন্ডনেই রয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রও ছিলেন তপনমোহন। বন্ধু উইলি পিয়ারসন খবর দিয়েছিলেন গুরুদেব লন্ডন আসছেন। রবীন্দ্রনাথের সেবার লন্ডনযাত্রায় আতিথেয়তার ভার নিয়েছিলেন কবিবন্ধু রটেনস্টাইন। কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসনে থাকার বন্দোবস্ত করা হল রবীন্দ্রনাথের। আর ঘটনাচক্রে বাড়িটি তপনমোহনের বাড়িরও একদম কাছে। শুধু তাই নয়, তপনমোহনের বাড়ি থেকে জনের ক্যাবস্টল যাওয়ার রাস্তাতেই পড়ে কেনসিংটন প্যালেস।

জন ধর্মপ্রাণ দরিদ্র খ্রিস্টান। আর ক্যাবস্টল বলতে চারচাকার উপর কাঠের ছোট্ট ঘর। যেখানে বসে জন বিক্রি করতো কফি, ডিমসেদ্ধ, হ্যাম স্যান্ডুইচ এইসব টুকিটাকি। পড়াশুনোর ফাঁকে আড্ডা ও জলখাবারের উদ্দেশ্যে তপনমোহন যেতেন জনের ক্যাবস্টলে।

রাত তখন বারোটা। রটেনস্টাইনের বাড়ি থেকে ফিরছেন রবীন্দ্রনাথ। ট্যাক্সি থেকে নেমেই পড়লেন বিপাকে। জোব্বার এ'পকেট ও'পকেট হাতড়ে কানাকড়ি কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। অন্যমনস্ক রবীন্দ্রনাথ সেদিন শূন্য পকেটেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবেন কীভাবে? এত রাতে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ডাকতে হলে সে আর এক বিপত্তি। এমন সময় তপনমোহনকে দেখতে পেলেন। গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, এই, তোর পকেটে কিছু আছে নাকি? না, আমারই মতন একেবারে শূন্য? তপনমোহন দেখলেন ট্যাক্সির মিটারে ভাড়া উঠেছে দেড় শিলিং। তার সঙ্গে আরো ছয় পেনি যোগ করে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন তিনি। ছাত্রের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা রবীন্দ্রনাথের। তাঁর পড়াশুনোর খবর নিলেন। গল্পগুজব করলেন। আর কথায় কথায় তপনমোহন জানালেন এত রাতে বাইরে বেরোনোর উদ্দেশ্য জনের স্টলে এককাপ গরম কফি। ছাত্রের অনুরোধেই জনের স্টলের দিকে এগোলেন রবীন্দ্রনাথ।

স্টলের কাছাকাছি আসতেই গুরুদেবকে একটু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন তপনমোহন। জনকে গুছিয়ে বলতে হবে গুরুদেবের পরিচয়। আপ্যায়নের ত্রুটি যেন না থাকে। রাত অনেক হয়েছে। জনের স্টলে একটিও খরিদ্দার নেই। কিন্তু স্টলের কাছে পৌঁছতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন তিনি। জন যেন একেবারে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। আর তার চোখের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের উপর স্থির হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন মাথা থেকে মখমলের টুপি খুলে ফেলেছেন। মৃদু একটু চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাঁটু গেড়ে নিলডাউনের ভঙ্গিতে বসে পড়েছেন জন। তার হাতদুটো জোড় করা।

পণ্য পরিবহনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আগস্ট ২০২৫-এর বিজি সিজন চার্জ রেহাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৭ জুলাই ঃ রেল মন্ত্রকের সাথে সঙ্গতি রেখে উত্তর

পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংশোধন জারি করেছে যার লক্ষ্য হল মাল পরিবহনকে আরো সহজ এবং সাশ্রয়ী করে তোলা, যার ফলে এই জোন এবং তার বাইরের রেলওয়ের গ্রাহক এবং অংশীদাররা উপকৃত হবেন। মালবাহী গ্রাহকদের জন্য একটি বড় স্বস্তি হিসেবে, ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে কভারড ওয়াগনে পরিবহন করা পণ্যের উপর ১৫ বিজি সিজন চার্জ (বিএসসি) না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান ডাইনামিক প্রাইসিং পলিসি অনুসারে, সেপ্টেম্বর ছাড়া সারা বছর ধরে বিএসসি প্রযোজ্য। তবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনার ভিত্তিতে, এই ছাড় এখন আগস্ট-এর জন্যও বাড়ানো হয়েছে। এই সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে লজিস্টিক খরচ কমবে এবং বর্ষাকালে মালবাহী লোডিং বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিএসসি-এর শুল্ক সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত নির্দেশ অপরিবর্তিত রয়েছে। আরেকটি উন্নয়ন মূলক কাজ হিসেবে, রেলওয়ে বোর্ড ইঞ্জিন-অন-লোড (ইওএল) টার্মিনালে অনুমোদিত ফ্রি টাইমের নির্দেশিকাও সংশোধন করেছে। বিসিএনএইচএল রেকগুলির জন্য একটি পৃথক বিধান করা হয়েছে, যার অধীনে লোডিং এবং আনলোডিং উভয় কাজের জন্য ৮ ঘন্টা ফ্রি সময় অনুমোদিত হয়েছে। অন্যান্য ধরণের কভারড রেকের জন্য, বিদ্যমান ৬ ঘন্টা ফ্রি সময় অব্যাহত রয়েছে। এই সংশোধনীটি ডেমারেজ এবং ওয়ার্ফেজ ওয়েভার সম্পর্কিত রেট মাস্টার সার্কুলারের অংশ এবং ১৭ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। বিসিএনএইচএল রেকগুলির জন্য বর্ধিত ফ্রি টাইম টার্মিনাল কার্যক্রমকে সহজতর করবে এবং ডেমারেজের ঘটনা হ্রাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গ্রাহক এবং রেলওয়ে উভয়েরই উপকার করবে। এই নীতিগত পদক্ষেপগুলি গ্রাহক-বান্ধব এবং দক্ষ ফ্রেইট ইকো সিস্টেম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। চার্জ যুক্তিসঙ্গত করে এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে, জোনটি শিল্পকে সমর্থন, ফ্রেইট চলাচল বৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবসাকে আরো সহজতর করার উদ্দেশ্যকে সফল করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা এই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষে অবিচল এবং উন্নত লজিস্টিক পরিকল্পনা ও খরচ অপ্টিমাইজেশনের এই সুবিধাগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য সমস্ত অংশীদারদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

চুঁচুড়ায় প্লাস্টিক খুলতেই বেড়িয়ে এলো মানুষের হাড়গোড় ও খুলি, চাঞ্চল্য

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ জুলাই ঃ প্লাস্টিক খুলতেই বেড়িয়ে আসে মানুষের হাড়গোড় ও খুলি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। তারা কঙ্কাল উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার মানুষের কঙ্কাল। চুঁচুড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দাসপাড়ার ডাস্টবিন থেকে কঙ্কাল উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার সকালে পুরসভার সাফাই কর্মীরা ময়লা তুলতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের নজরে আসে একটি কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এ দিন সকালে সাফাই কর্মিরা ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখেন প্লাস্টিক মোড়ানো হার, খুলি, কঙ্কাল পরে রয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতেই ভিড় জমে যায় এলাকায়। এর পর খবর দেওয়া হয় চুঁচুড়া থানায়। পুলিশ এসে ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কঙ্কাল উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে এলাকায় সিসিটিভি না থাকায় ডাস্টবিনে কী ভাবে কঙ্কাল এল, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই কঙ্কালটি পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ' কেউ মারা গিয়েছেন বলে কোনও খবরও নেই।' ওয়ার্ডের বাইরের কেউ ফেলে গিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ ছাড়াও, চিকিৎসা ক্ষেত্রে নানা গবেষণার জন্য কঙ্কাল প্রয়োজন হয়। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া কঙ্কালটি সেই রকম কোনও কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ' এলাকার কেউ এমন কাজ করবে বলে মনে হয় না। বাইরের কেউই এই কাজ করেছে। ঘটনার যথাযথ তদন্ত হোক।'

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া। **ই-টেন্ডার নংঃ ১০৩_২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৫.০৭.২০২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/বর্ধমানের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এলএইচএস নং.ঃ ২ এবং ১০-তে পাম্প রুমের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ এবং সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার শাখার অধীনে বিভিন্ন অফিস ইউনিটে টয়লেট সুবিধা সহ নতুন লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২৬,১৮,৫১৭.১৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-198/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

CIN: L27203WB1988PLC043705

Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016

Website: www.centuryextrusions.com

E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty-Seven (37th) Annual General Meeting of the Members of the Company will be convened on **Friday, the 08th day of August, 2025 at 10:30 A.M.** Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 read with para 3 & 4 of General Circulars No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA General Circulars") and the Circular issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024, without the physical presence of the Members at the AGM Venue.

1. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 02nd day of August, 2025 to 08th day of August, 2025, (both days inclusive).
2. The Notice of the 37th AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2025 containing Audited Financial Statements, Board's report, Auditor's report and other statutory documents/reports, required to be attached thereto, sent to the members by email on **17th July, 2025**, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely CB Management Services (P) Ltd. ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The requirements of sending physical copies of the Notice of the 37th AGM Annual Report to the Members have been dispensed with vide the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars.
3. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 37th AGM and the Annual Report of the Company has been uploaded on the website of the Company, viz, **www.centuryextrusions.com**. The notice and the Annual Report can also be accessed from the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing the remote electronic voting at **www.evotingindia.com**
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all Resolutions which is set out in the Notice of the 37th AGM. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility or through e-voting during the 37th AGM. Detailed procedures for remote e-voting / e-voting during the 37th AGM is provided in the Notice of the AGM.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of **01st day of August, 2025** may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 37th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
6. The remote e-voting period begins on 05th August, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 07th August, 2025 at 5:00 P.M. (IST) During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 01st August, 2025 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting, thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
7. Any person who acquire shares and becomes Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 01st August, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at **www.evotingindia.com** Or **rta@cbmsl.com**
8. Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile number at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on Friday, 01st August, 2025. Members who would like to ask question during the 37th AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their request preferably along with their question mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile number to the Company's email address at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on Friday, 01st August, 2025.
9. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Company's RTA/Depository, can get the same registered and obtain notice of the 37th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2025 and/or login details for joining the 37th AGM of the Company through ("VC/OAVM") facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the email to the Company's RTA's email id: **rta@cbmsl.com** ;
   a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address, Mobile Number and email address to be registered;
   b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
   c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Voter Id card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, or call 1800225533.

The afore-mentioned information in being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

Place : Kolkata
Date : 17-07-2025

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary & Compliance Officer

মেট্রো কর্মীরা একজন আহত মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করেছেন

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে প্রায় ১৯.০০ টার দিকে, দমদম মেট্রো স্টেশনে প্রায় ৬০ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী গুরুতরভাবে পড়ে যান। তার অবস্থা দেখে কর্তব্যরত স্টেশন কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীরা তার সাহায্যে ছুটে আসেন। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে স্টেশন কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীদের হেফাজতে আরও চিকিৎসার জন্য তাকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার ছেলের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি হাসপাতালে এসে তাকে হেফাজতে নেন। স্টেশন ত্যাগ করার আগে তিনি এবং তার ছেলে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়া হচ্ছে, বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন নিয়ামত শেখ

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৭ জুলাই ঃ রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগেই আড়াআড়িভাবে ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল শিবিরে। এবার ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর সঙ্গে তৃণমূলের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার এবং ওই সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকারের সংঘাত প্রায় সামনে এসে পড়ল। ঘটনার সূত্রপাত হয় কয়েকদিন আগেই। বহরমপুরে যুব তৃণমূল কংগ্রেসে নেতৃত্বের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় ভরতপুর ১ ও ২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি যথাক্রমে নজরুল ইসলাম এবং মোস্তাফিজুর রহমানকে। আর এখানেই ঘটে বিপত্তি। কারণ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই ব্লক সভাপতিকে পদ থেকে সরানোর জন্য শীর্ষ নেতৃত্বকে বারংবার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। এমত অবস্থায় বহরমপুরের অনুষ্ঠানে ভরতপুরের দুই ব্লক সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানোয় স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হন হুমায়ুন কবীর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি নিজের অসন্তোষ প্রকাশও করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে দলের ভিতরে যে কলকাঠি নাড়া হচ্ছে তা জানান। অন্যদিকে, দলেরই মধ্যে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে মেনে নিয়েছেন হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান নিয়ামত শেখ। তিনি বলেন, 'হুমায়ুনের বিরুদ্ধে দলের মধ্যে থেকেই কলকাঠি নাড়া হচ্ছে। আর শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি বিধানসভা এলাকাতেই গন্ডগোল তৈরির চেষ্টা চলছে।' সাংবাদিকদের তিনি জানান, '২০০৯ সালে যখন তৃণমূল দলের হয়ে কাজ করেছি, ওই সময় তৃণমূলের প্রতীক কী, তাই কেউ জানতো না। সেই সময় আমি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংযোগস্থাপন করেছি। আজ মুর্শিদাবাদে বিরোধী পক্ষকে কার্যত শূন্য করে দিয়েছি আমরা।' তিনি আরও বলেন, 'তখন তৃণমূলের ঝান্ডা ধরার কেউ ছিল না। তৃণমূলের ভালো সময়ে যারা দলে এসে যোগদান করেছেন তাঁরা নিজেদের সর্বেসর্বা

মনে করছেন। নিজেদের মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির সৈন্য বলে দাবি করে নিজেদের দলের মধ্যেই দ্বন্দ্ব তৈরি করার চেষ্টা করছে।' তিনি জানান, 'বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার প্রত্যেকটি বিধানসভাতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। আর এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মদত কোথা থেকে পাচ্ছে তারা তাই আমাদের জানতে হবে।' নাম না প্রকাশ করে নিজের দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, '২০০৯ থেকে ১৮ সাল পর্যন্ত এরা কোথায় ছিলেন? যখন সারা মুর্শিদাবাদ কংগ্রেসের দখলে ছিল তখন আমরা হাতে গোনা কয়েকজন সংগঠনকে মজবুত করার কাজ করেছি। আর এখন নতুনরা এসে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব তৈরি করছে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না হয়, তাহলে কিন্তু মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা আগামী দিনে খারাপ হতে চলেছে।' তবে নিজেকে দলের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে দাবি করে তিনি বলেন, 'দল আমাকে যেরকম নির্দেশ দেবে, আমি সেরকম ভাবেই চলব। তবে দলের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল কখনওই বরদাস্ত করব না।'

ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : জিএমডব্লিউ-০৮২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ১১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিন্নাগুড়ি, নিউ মাল জংশন, হাসিমারা এবং দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্যালাস্ট বিহীন ট্র্যাক সরবরাহ (মোট দৈর্ঘ্য = ৬.৩০১ কিলোমিটার)। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,৭৪,৪২,২৯১.৯৮/- টাকা; **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২৩,৮৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** তারিখ **১২-০৮-২০২৫** তারিখে **১৫:১৫** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

জিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫-আরটি১ তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫-আরটি১। কাজের নামঃ** ২ বৎসরের জন্যে ডিজেল ইঞ্জিন বাদেও ৭ টি ৮ চাকাযুক্ত টাওয়ার ওয়াগনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,১৭,২১,২৬২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫৮,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMPS/EO/3624/NIT-113/25-26 Dt. 16.07.2025 for Sl. no. 1 Construction of CC cover drain from Chatta Karbala F.P. School to Karbala Jumma house with outlay LWM at Mouza-Chatta Kalikapur at Chatta G.P., **Sl. no. 2** Construction of Drain from Pailan bazar towards Smart Bazar at Rasapunja GP **Sl. no. 3** Construction of drain from Late Sk. Kasem Ali house towards Chatta Karbala more at Mouza-Chatta Kalikapur at Chatta G.P. **Sl. no. 4** Construction of 1 Nos. ACR at Chatta Kalikapur F.P. School at Chatta GP **EO,T.M. Panchayet Samity. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as stated below

Name of Work - Publishing of matter against WB/TMPS/EO/3624/NIT-113/25-26 Dt. 16.07.2025 for Sl. no. 1 to 4 Schemes. Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity.

Bid Submission date Started on **18.07.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) and Bid Submission End date **01.08.2025 at 11 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **04.08.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity, South 24 Parganas

রেল ফ্লাইওভার সহ বাইপাস লাইনের কাজের অনুমোদন

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের গুন্ডাবিহার প্রান্ত থেকে চান্ডিল পর্যন্ত রেল ফ্লাইওভার সহ নতুন বাইপাস লাইনের কাজের অনুমোদন দিয়েছে। ১০.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বাইপাস রেল লাইন প্রকল্পটি ৩৪৩.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে। রেল ফ্লাইওভার সহ প্রস্তাবিত বাইপাস লাইনটি চান্ডিল স্টেশনে নির্মিত হবে যেখানে গুন্ডাবিহার থেকে আসা ট্রেনগুলির জন্য ক্রসিং প্রয়োজন। বর্তমানে, চান্ডিল থেকে নিমডিহ (আদ্রার দিকে) এবং আটকে থাকা সমস্ত ইউপি এবং ডিএন ট্রেন। সারফেস ক্রসিং এবং ট্রেন আটকে থাকা এড়াতে, চান্ডিল এবং গুন্ডাবিহারের মধ্যে ফ্লাইওভার প্রয়োজন। প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পরে, এটি একটি স্যাচুরেটেড সিঙ্গেল-লাইন সেকশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং পরবর্তী দশকে ক্রমবর্ধমান মালবাহী এবং যাত্রী পরিবহনের চাহিদা পূরণ করবে। রেল ফ্লাইওভারটি চক্রধরপুর-আদ্রা এবং চক্রধরপুর- রাঁচি করিডোরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করবে এবং সংলগ্ন অনুমোদিত তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন প্রকল্পগুলির সাথে একীভূত হবে, যার ফলে সামগ্রিক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। সুতরাং, প্রকল্পটি রেলওয়ের কৌশলগত লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন ক্ষমতা সম্প্রসারণ, দক্ষতা, নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন।

রেল প্রশাসন দারভাঙ্গা- গোমতী নগর-দারভাঙ্গা নতুন অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস চালাবে

গোরখপুর, ১৭ জুলাই ঃ রেল প্রশাসন দারভাঙ্গা- গোমতী নগর-দারভাঙ্গা নতুন অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস চালাবে, যা ১৮ জুলাই, ২০২৫ শুক্রবার ০৫৫৬১ দারভাঙ্গা- গোমতী নগর উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনকে পতাকা দেখিয়ে উদ্বোধন করবে। নিয়মিতভাবে,

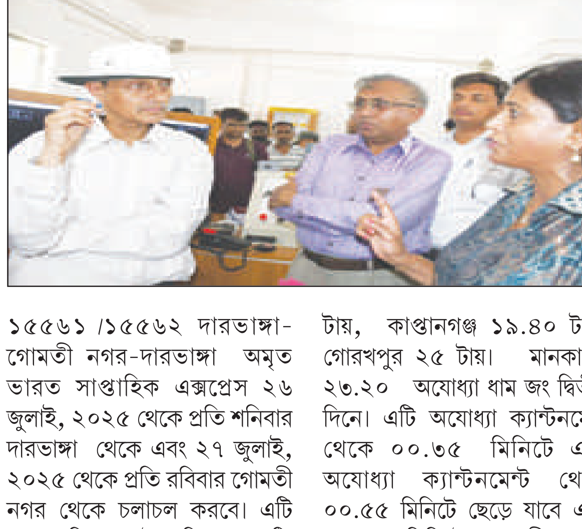

১৫৫৬১ /১৫৫৬২ দারভাঙ্গা- গোমতী নগর-দারভাঙ্গা অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৬ জুলাই, ২০২৫ থেকে প্রতি শনিবার দারভাঙ্গা থেকে এবং ২৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে প্রতি রবিবার গোমতী নগর থেকে চলাচল করবে। এটি নন-এসি ক্যাটাগরির একটি প্রিমিয়াম ট্রেন। এই ট্রেনে মোবাইল চার্জিং পোর্ট, আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য এয়ার স্প্রিং বডি, রেডিয়াম ফ্লোর স্ট্রিপ, স্বাস্থ্যকর দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব টয়লেট, নিরাপত্তার জন্য অগ্নি সনাক্তকরণ, টক-ব্যাক ইউনিট, আধুনিক আলো ব্যবস্থা সহ উন্নত ভ্রমণ সুবিধা রয়েছে। ০৫৫৬১ দারভাঙ্গা- গোমতী নগর উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনের সম্ভাব্য সময় নিম্নরূপ। ০৫৫৬১ দারভাঙ্গা- গোমতী নগর উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি ১৮ জুলাই, ২০২৫ শুক্রবার সকাল ১১.৪৫ টায় দারভাঙ্গা থেকে ছাড়বে এবং কামতৌল পৌঁছাবে দুপুর ১২.১৫ টায়, জনকপুর রোড ১২.৪০ টায়, সীতামড়ী ১৩.২০ টায়, ১৩.২০ টায়, ১২.২০ মিনিটে ১. ১৪.৩০ টায়, রাক্সৌল ১৫.২৫ টায়, সিকতা ১৫.৫৫ টায়, নারকাটিয়াগঞ্জ ১৬.১৫ টায়, হরিনগর ১৬.৪৫ টায়, বাঘা ১৭.২০ টায়, কাপ্তানগঞ্জ ১৯.৪০ টায়, কাপ্তানগঞ্জ ১৯.৪০ টায়, গোরখপুর ২৫ টায়। মানকাপুর ২৩.২০ অযোধ্যা ধাম জং দ্বিতীয় দিনে। এটি অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ০০.৩৫ মিনিটে এবং অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ০০.৫৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ০৪.০৫ মিনিটে গোমতী নগরে পৌঁছাবে। এই উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনে মোট ২২ টি কোচ সংযুক্ত থাকবে যার মধ্যে রয়েছে ০২ টি এলএসএলআরডি কোচ, ১১ টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ, ০৮টি স্লিপার ক্লাস কোচ এবং ০১ টি প্যান্ট্রি কার কোচ। নিয়মিতভাবে, ১৫৫৬১ দারভাঙ্গা- গোমতী নগর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৬ জুলাই, ২০২৫ থেকে প্রতি শনিবার দ্বারভাঙ্গা থেকে ১৫.০০ ঘটিকায় ছাড়বে এবং ১৫.২৪ মিনিটে কমতৌল, ১৫.৪২ মিনিটে জনকপুর রোড, ১৫.৪২ মিনিটে সীতামড়ী, ১৫.১৫ গঞ্জে দরভাঙ্গা পৌঁছাবে। ১৬.৪০ ঘন্টায়, ঘোড়াসাহন ১৭.০৩ টায়, রাক্সৌল ১৭.৫০ টায়, সিক্তা ১৮.১৩ টায়, নারকাটিয়াগঞ্জ ১৯.৩০ টায়, হরিনগর ১৯.৪৯ টায়, বাগাহা ২০.১২ ঘন্টা, ২০.১২ টায়। গোরখপুর ২৩.২৫ টায়, পরের দিন বস্তি থেকে ০০.৩৪ টায়, মানকাপুর ০১.৩০ টায়, অযোধ্যা ধাম জং। ০২.৩৫ মিনিটে এবং অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ০৩.০০ মিনিটে এবং ০৫.৩০ মিনিটে গোমতী নগরে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ১৫৫৬২ গোমতী নগর-দারভাঙ্গা অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে প্রতি রবিবার ০৮.১৫ মিনিটে গোমতী নগর থেকে ছেড়ে যাবে এবং ১০.৩০ মিনিটে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছাবে, অযোধ্যা ধাম জংশন। এটি মানকাপুর থেকে ১১.০৫ মিনিটে, মানকাপুর ১২.১৬ মিনিটে, বাস্তি ১৩.১১ মিনিটে, গোরখপুর ১৫.০৫ মিনিটে, কাপ্তানগঞ্জ ১৫.৩৩ মিনিটে, বাগাহা ১৭.৫২ মিনিটে, হরিনগর ১৮.১০ মিনিটে, নারকাটিয়াগঞ্জ ১৮.৫০ মিনিটে, সিকতা ১৯.১৭ মিনিটে, রক্সৌল ১৯.৫৫ মিনিটে, ঘোড়াসাহান ২০.৪২ মিনিটে, বৈরগানিয়া ২১.১০ মিনিটে, সীতামারহি ২২.০৫ মিনিটে, জনকপুর রোড ২২.৩২ মিনিটে এবং কামতৌল ২২.৪৭ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০০.৪০ মিনিটে দারভাঙ্গায় পৌঁছাবে। এই ট্রেনে মোট ২২ টি কোচ সংযুক্ত থাকবে যার মধ্যে ১২টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ০২টি এল.এস.এল.আর.ডি. কোচ এবং ০৮ টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ।

দেওয়াল চাপা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ জুলাই ঃ , টানা বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়া মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বুধবার সন্ধ্যার আগে ঘটনাটি ঘটে বড়জোড়া থানার অন্তর্গত হাটআশুড়িয়া গ্রামে। মৃতের নাম সাধন বাউরি (৬১)। ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী সারথী বাউরি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক মাসের বেশি সময় ধরে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে প্রবল বর্ষণের জেরে বহু কাঁচা বাড়ি বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, সাধনবাবু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি পেলেও মাঝেমধ্যে স্ত্রী-সহ পুরনো মাটির বাড়িতেও থাকতেন। বুধবার বিকেলে বিশ্রামের জন্য ওই ঘরে ছিলেন সাধনবাবু ও তাঁর স্ত্রী। সেই সময় হঠাৎ তুমুল বৃষ্টিতে ঘরের দুর্বল দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সারথী বাউরি কোনওক্রমে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও ভিতরে চাপা পড়েন সাধনবাবু। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ধানের চারা তছনছ দলমার দাঁতালের, চিন্তায় কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ জুলাই ঃ রোপণের আগেই চারা ধান খেয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করল দাঁতালের দল। ক্ষতির পরিমাণ দেখে কপালে হাত কৃষকদের। কীভাবে ফের ধান রোপণ করবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না মাণিকপাড়ার গোপিন্দপুর গ্রামের চাষিরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে মেদিনীপুরের দিক থেকে ৩০-৩৫টি হাতির একটি দল ঢোকে ঝাড়গ্রাম জেলার কুসুমঘাটি বিট এলাকায়। সেখান থেকে গোপিন্দপুর গ্রামের কয়েক বিঘা জমিতে হানা দিয়ে ধানের চারা খেয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে তারা। অভিযোগ, কংসাবতী নদী পেরিয়ে দলমা পাহাড় থেকে আসা হাতিদের প্রথমে তাড়িয়ে আনে হুলার সদস্যরা। কিন্তু নদী পার করানোর পর হাতিদের উপর নজর না রেখেই তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যান। তার পরই রাতভর চলে হাতিদের তাণ্ডব। বৃহস্পতিবার কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে হাতির দল তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, হাতির দলটি বর্তমানে হদহদি ও জুয়ালভাঙ্গা জঙ্গলে বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেরা করছে। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি বুঝে ড্রাইভ শুরু করা হবে। বনদফতরের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের জমিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **X/091/011/2025-2026**
Name of the Work: **Improvement of U/G Sewer System at 117A/6 Sarat Ghosh Garden Road in Ward No.-91, Borough-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 4,95,366.27.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of Completion: **120 days.**
2. NIT No.: **EEC/BX/099/020/2025-2026 (2nd Call)**
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near 190/3, 134 Raipur Road etc. in Ward No.-099, Borough-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 3,37,965.55.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Time of Completion: **120 days.**
3. NIT No.: **X/100/013/2025-2026**
Name of the Work: **Maintenance of drainage system near 23/9, 23/28, 23/2B, D.P.P. Road etc. in Ward No.-100, Borough-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 2,19,891.95.** Earnest Money: ₹ **4,400.00**. Time of Completion: **45 days.**
4. NIT No.: **X/089/019/2025-2026**
Name of the Work: **Maintenance of sewerage system by replacing broken cover of C.P./G.P./M.H./S.I.P./L.H in different places in Ward No.-089, Borough-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 2,49,096.05.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Time of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **28.07.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **31.07.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4). Date and time of opening of bid: **30.07.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **02.08.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2), **22.07.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3 & 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-VIII, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/087/05/2025-2026/R**
Name of the Work: **Repairing of damaged manhole, G.P., C.P. etc. and allied civil works near 14, 8 Parasar Road, 4, 15 Kabir Road etc. in Ward No.-087.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,99,951.14.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **75 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/072/03/2025-2026/R**
Name of the Work: **Repairing of Uttaran passages at 65/3, Sarat Bose Road, 3, Gour Mohan Ghosh Road, and 6 Shyamananda Road etc. in Ward No.-72.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,49,513.66.** Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Time of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **28.07.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **30.07.2025- 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IX, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/IX/077/041/2025-2026**
Name of the Work: **Repairing of IPS passage at 56, Dent Mission Road, 5, Monilal Banerjee Road, 32, Karl Marx Sarani damaged by W/S Department in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,37,057.00.** Earnest Money: ₹ **2,800.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/IX/077/042/2025-2026**
Name of the Work: **Restoration of IPS passage at 2/H/1, 2/1, B.K. Road, 41/H/5, 41/H/14, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,04,642.19.** Earnest Money: **₹ 4,100.00**. Time of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **28.07.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **30.07.2025-12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Dy. CE. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/DCE_PS/X/96/EQU/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Installation of playing equipment in Netaji Park and other various Parks situated in Ward No.-96.** Estimated Cost: **₹ 4,98,914.35.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
2. NIT No.: **KMC/DCE_PS/X/89/02/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and renovation of road side garden along Russa Road, 158 CC Place in Front of St. Jones School & KMDA Quarter in Ward No.-89, Borough-X.** Estimated Cost: **₹ 4,96,852.35.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **26.07.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **19.07.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/US/HQ/56/25-26/48 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of Bustee Passage at different places of 7/8/48 Kamardanga, 48 Pottery Road and its surrounding area in Ward No.-56.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 3,66,645.76.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **28.07.2025 up to 11.00 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **30.07.2025 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in**

The **D.G. (S&D)/KMC** invites item rate e-tender in two bid system for the following work :–
NIT No.: **GRBU/KT/E4/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Complete servicing and overhauling of Siemens make 3 panel VCBs and allied electrical works at Kabitirtha Park DPS and GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹6,500.00**. Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2025 at 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.07.2025 at 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. CE(M)/(S&D)/KMC** invites e-tender online percentage wise rate in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/GRBU/HJ-04/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Contractual arrangement for operation of electrical portable pump near Paharpur Road and adjacent area under GBRU.** Estimated Cost: ₹ **2,14,545.00.** Earnest Money: **₹4,300.00**. Period of Completion: **123 days.** Last date and time of submission of bid: **29.07.2025 at 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.07.2025 at 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

O.S.D & Ex-Officio Dy. Ch. Engr./(SWM-II), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/SWM-II/E/25-26/59**
Name of the Work: **New Electrical Installation of a BOHD Charging Station (Backside of Ward No.-129 Office) at Ward No.-129 in Borough-XIV under SWM Deptt./KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,33,174.77.** Earnest Money: **₹2,700.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **25.07.2025 (4.00 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **17.07.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/EE_PS/X/95/01/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and renovation of Park at Bijoygarh in Ward No.-95, under Borough-X.** Estimated Cost: ₹ **2,81,341.89.** Earnest Money: **₹5,700.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **26.07.2025, 1.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **19.07.2025 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

681/25-26

বিজ্ঞান

গাছের অবস্থা দেখে অগ্ন্যুৎপাতের আগাম তথ্য জানা কি সম্ভব

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস করা বেশ কঠিন। অগ্ন্যুৎপাতের আগে আগ্নেয়গিরির আশপাশের ভূপৃষ্ঠের নিচে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আর তাই বর্তমানে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তবে আগ্নেয়গিরির আশপাশে থাকা গাছ পর্যবেক্ষণ করেও অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস জানার প্রাকৃতিক উপায় খুঁজে পেতে রবার্ট বোগের নেতৃত্বে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী

জানিয়েছেন, আগ্নেয়গিরির কারণে আশপাশে থাকা গাছের শেকড়ে পরিবর্তন আসে, যা গাছের বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গাছগুলোর সালোকসংশ্লেষণের কার্যক্রমে বেশ পরিবর্তন ঘটে যায়। অনেক সময় পাতার গঠনেও পরিবর্তন আসে। অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস আগে গাছের টিস্যুতে এসব পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে আগ্নেয়গিরির আশপাশে থাকা গাছ পর্যবেক্ষণ করে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাব্য ঝুঁকি অনুমান করা সম্ভব।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ও মাটির তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে গাছ দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস বা বছর আগে উদ্ভিদের টিস্যুতে এসব পরিবর্তন দেখা যায়। আর তাই আগ্নেয়গিরির আশপাশের বিশাল বন অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস জানাতে তথ্য দিতে পারে। নতুন এই গবেষণা ফলাফল জিওকেমিস্ট্রি, জিওফিজিকস ও জিওসিস্টেম সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিন গ্রহে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরির উপায়

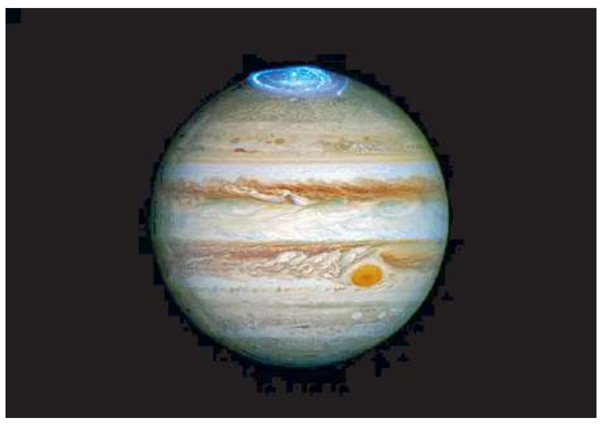

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদনঃ বেশির ভাগ গ্রহে অক্সিজেনের বদলে কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাসের আধিক্য থাকায় সেখানে প্রাণের সন্ধান পাওয়া বেশ কঠিন। শুধু তাই নয়, অক্সিজেন না থাকার কারণে মানুষের পক্ষে সেসব গ্রহে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে এবার বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগিয়ে অক্সিজেন তৈরির নতুন কৌশল খুঁজে পেয়েছেন চীনের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির একদল বিজ্ঞানী। এই কৌশল চাপের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখাচ্ছে। দূরবর্তী গ্রহে আণবিক বহির্জাগতিক জীবনের সন্ধানপদ্ধতিকে পরিবর্তন করবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, আণবিক অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য অনেক গ্রহের বায়ুমণ্ডলে কোনো জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। এর ফলে বিভিন্ন গ্রহে হিলিয়াম আয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলে আণবিক অক্সিজেন তৈরি করা সম্ভব। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে গবেষণাগারে হিলিয়াম আয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সৌরবায়ুর কারণে সৃষ্ট হিলিয়াম আয়ন ব্যবহার করে অক্সিজেন তৈরি করা সম্ভব। যুক্তরাজ্যের হল বিশ্ববিদ্যালয়ের আণবিক পদার্থবিদ ডেভিড বেনোইট বলেন, নতুন এই কৌশল বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের গঠন শনাক্তের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখাচ্ছে। দূরবর্তী গ্রহে আণবিক অক্সিজেনের কার্যকর উৎস হিসেবে এই পদ্ধতি নতুন করে ভাবনা তৈরি করছে। এই গবেষণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অক্সিজেন স্বাধীনভাবে গঠিত হতে পারে।

মহাকাশ থেকে আসা সংকেতের রহস্য উন্মোচনের দাবি বিজ্ঞানীদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদনঃ অবশেষে মহাকাশ থেকে আসা সংকেতের রহস্য উন্মোচনের দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) একদল বিজ্ঞানী। ২০২২ সালে রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে প্রায় ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা শক্তিশালী বিস্ফোরণের সংকেত শনাক্ত করা হয়েছিল। বিস্ফোরণটি মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড স্থায়ী হলেও পুরো ছায়াপথে ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তি ছিল সেই সংকেতে। গ্যালাক্সি থেকে আসা শক্তিশালী বিস্ফোরণের সংকেতের বেশ কিছু রহস্য নতুন করে উন্মোচনের দাবি করেছেন এমআইটির বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, এ ধরনের সংকেত দ্রুত রেডিও বিস্ফোরণ বা এফআরবি নামে পরিচিত। ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি কোনো ছোট এলাকা থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেই সংকেত। ধারণা করা হচ্ছে, ম্যাগনেটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত তারকার চারপাশের শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্রের স্তর থেকে উৎপন্ন হয়েছে সংকেতটি। মহাকাশ থেকে আসা রহস্যময় সংকেতের বিষয়ে বিজ্ঞানী কিয়োশি মাসুই বলেন, 'উচ্চ চুম্বকীয় নিউট্রন নক্ষত্রের চারপাশ ম্যাগনেটার নামে পরিচিত। সেখানে পরমাণু থাকতে পারে না, চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরমাণু। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উৎসের কাছাকাছি সেই চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা রেডিও তরঙ্গ হিসেবে মহাবিশ্বের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলছে।' আমাদের সূর্যের আলোর প্রায় ৭ থেকে ১৯ গুণ ভরের একটি তারা সুপারনোভাতে বিস্ফোরিত হলে সাধারণত নিউট্রন তারা তৈরি হয়। পৃথিবীর নিজস্ব গ্যালাক্সি থেকে ৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ঘটা তীব্র বিস্ফোরণও শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

নাসার মনুষ্যবিহীন আর্টেমিস১ অভিযানের ওরিয়ন নভোযান

দীর্ঘ প্রত্যাশিত আর্টেমিস চন্দ্র অভিযানের নতুন তারিখ পাওয়া গেছে। চন্দ্রে মানুষ অবতরণের ৫০ বছরের বেশি সময় পরে আর্টেমিস অভিযানের মাধ্যমে আবারও চাঁদে যাবে মানুষ এমনই প্রত্যাশা মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার। আসলে মহাকাশচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাসা আর্টেমিস ২ ও আর্টেমিস ৩ অভিযান দেরি করছে। নাসা আর্টেমিস প্রোগ্রামে দেরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। প্রথম দুটি অভিযাত্রীবাহী (ক্রু) চন্দ্র অভিযান আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে। আর্টেমিস২ অভিযানকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই অভিযানে চাঁদের চারপাশে নভোচারীর ঘুরে আসার পরিকল্পনা ছিল। আর আর্টেমিস৩ অভিযানে অভিযাত্রীদের নামার কথা ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে। ২০২৬ সালের শেষ থেকে ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্থানান্তরিত করা হয়। নাসা সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আর্টেমিস মিশন স্থগিত করেছে। প্রধানত প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের জন্য নাসা পিছিয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি বিপত্তি ঘটেছে ওরিয়ন মহাকাশযানের তাপ ঢালের সমস্যা নিয়ে। ২০২২ সালে অভিযাত্রীহীন আর্টেমিস ১ অভিযানের সময় প্রাপ্ত

ফলাফলের কারণে বিলম্ব করা হচ্ছে। নভোযানে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে ওরিয়ন মহাকাশযানের তাপ ঢালে সমস্যা দেখা যায়।

নাসার উপপ্রশাসক পাম মেলরয় বলেন, মহাকাশযানের পুনঃপ্রবেশের সময় গতিপথের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে। মহাকাশ অনুসন্ধানে নাসার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা চলছে চীনের সঙ্গে। এরই মধ্যে চীন ২০৩০ সালের আগে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। নতুন রকেট ও নানা ধরনের চন্দ্র ল্যান্ডার নিয়ে বেইজিং বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তখন আর্টেমিস প্রোগ্রামের ভবিষ্যত কী হবে তা ঘিরে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যবহুল সরকারি প্রকল্পের সমালোচক, সেই হিসাবে নাসার মহাকাশ উৎক্ষেপণ সিস্টেম পুনর্মূল্যায়ন করা হতে পারে। নাসার বড় বড় খরচের প্রকল্পের চেয়ে তখন স্পেসএক্সের স্টারশিপের মতো বিকল্প উপায়কে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। স্পেসএক্সের স্টারশিপ রকেটকে আর্টেমিসের ব্যবহারযোগ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত করা হতে পারে। গুরুত্ব থাকলেও আর্টেমিস প্রোগ্রামের অনিশ্চয়তা দেখছে নাসা। দেখা যাক, ডোনাল্ড ট্রাম্প কী সিদ্ধান্ত দেন।

নতুন বছরে বিশ্বজুড়ে নতুন সম্ভাবনা যেমন আছে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নতুন সম্ভাবনা, সংশয় আর সংঘাতের আশঙ্কায় শুরু হলো নতুন বছর ২০২৫। বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে একদিকে যেমন সম্ভাবনা বাড়ছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফিরে আসায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, মিয়ানমার, ইউক্রেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘাত চলছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াইউক্রেনের যুদ্ধবিরতির মতো সম্ভাবনা একদিকে উঁকি দিচ্ছে, আবার ইউরোপের নানা দেশগুলোয় ডানপন্থী রাজনীতিবিদের উত্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এ বছর চোখ রাখতে হবে এমন কয়েকটি সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে এ আয়োজন।

ট্রাম্পের নীতি

গত বছরের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তাঁর ফিরে আসার বিষয়টি অভিবাসন, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে বাণিজ্যসবকিছুকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর 'আমেরিকা প্রথম' নীতিতে শত্রু ও মিত্র তৈরি হবে। এটি ভূরাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং এমনকি পারমাণবিক বিস্তারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উগ্রপন্থার দিকে ইউরোপ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান দেখা গেছে। ফ্রান্স ও জার্মানি তার উদাহরণ। গত বছর ইউরোপের নির্বাচনগুলোয় দেখা গেছে, কট্টর ডানপন্থী ও অতি রক্ষণশীল দলগুলো থেকে রেকর্ডসংখ্যক আইনপ্রণেতা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। এ ফলাফলে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ আকস্মিকভাবে তাঁর দেশে আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এ বছরেও ডানপন্থীদের অগ্রযাত্রা চলতে থাকবে। জার্মানিতে তার ইঙ্গিত দেখা গেছে।

পরিবর্তনে প্রত্যাশী ভোটার

গত বছরের বিভিন্ন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলগুলো সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশে ক্ষমতাসীন দলগুলো পরাজিত হয়েছে। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশের নেতারা জোট গড়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছেন। তাইওয়ান ও ফ্রান্সের মতো দেশকে ঐক্য গড়ার পথে হাঁটতে হয়েছে। তাই ২০২৫ সালকে প্রত্যাশার বছর বলা যেতে পারে। নতুন নেতারা যেসব প্রত্যাশার কথা বলেছেন, তাঁরা কি তা পূরণ করতে পারবেন? নেতাদের মধ্যে কি পরিবর্তন আসবে? যদি নেতারা পরিবর্তন না হন, তবে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

সীমান্তে বিশৃঙ্খলা

ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে ইউক্রেনকে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার জন্য চাপ দিতে পারেন। এ ছাড়া গাজা, লেবানন ও সিরিয়ায় ইসরায়েলকে মুক্তভাবে হামলা করার স্বাধীনতা দিয়ে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য ও সহযোগিতা নিয়ে সংঘয়ের সুযোগ নিতে পারে চীন, রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়া। তারা আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ব্যাপারে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করতে পারে। এর আগে সুদানে এমনটাই দেখা গেছে। তবে তাইওয়ান অথবা দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি চীনের মুখোমুখি হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ

নতুন বছরে পশ্চিমা অর্থনীতিগুলো ঘাটতি কমানোর মতো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এ জন্য তারা কর বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস বা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উদ্যোগ নিতে পারে। বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেক দেশকে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে।

এআইতে বিনিয়োগ বাড়বে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের ব্যবসা ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এআই নিয়ে ব্যাপক বাজি ধরা হয়ে গেছে। এক লাখ কোটি ডলারের বেশি এআই ডেটা সেন্টারগুলোয় বিনিয়োগ হয়েছে। এগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা এখনো অজানা। প্রতিষ্ঠানগুলোতে এআই বাস্তবায়নের গতিও কম। তবে অনেক কর্মী গোপনে এটা ব্যবহার করছেন।

তিনোতেন্ডা পুদু ৫ দিন বুনো ফল খেয়ে বেঁচে ছিল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদনঃ আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ের অভয়ারণ্যটিতে রয়েছে কয়েক ডজন সিংহ ও হাতি। এতে পাঁচ দিন একাকী বেঁচে ছিল সাত বছর বয়সী এক শিশু। হিংস্র জীবজন্তুর এই পার্ক থেকে এত অল্প বয়সী শিশুটির অক্ষত জীবিত উদ্ধার বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। জিম্বাবুয়ের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত অভয়ারণ্যে সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটে। জিম্বাবুয়ের পার্লামেন্টের সদস্য (এমপি) মুতসা মুরোম্বেদ্জি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে টুইটারে লিখেছেন, তিনোতেন্ডা পুদু নামের এক শিশু বাসা থেকে বের হয়ে হেঁটে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে 'বিপজ্জনক' মাতুসাডোনা গেম পার্কে ঢুকে পড়েছিল। এরপর তার বেঁচে থাকার ভাগ্যপরীক্ষা শুরু হয়েছিল। এই নারী এমপি বলেন, 'শিশুটি পাঁচ দিন একটি উঁচু পাথরে ঘুমিয়েছে। তার চারপাশে সিংহ ছিল, পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে হাতি। (এ কয়দিন) সে বুনো ফল খেয়েছে।'মাতুসাডোনা অভয়ারণ্যে প্রায় ৪০টি সিংহ রয়েছে। বেসরকারি সংগঠন আফ্রিকান পার্কসের মতে, একটা সময় পর্যন্ত আফ্রিকার মধ্যে এটিই ছিল সিংহের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অভয়ারণ্য। জিম্বাবুয়ে পার্ক অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট অথরিটি বিবিসির কাছে মাতুসাডোনা গেম পার্কের ঘটনার কথা জানিয়েছে। তবে শিশুটির বয়স আট নয়, সাত বছর বলে জানিয়েছে তারা। এমপি মুরোম্বেদ্জি শিশুটির বয়স আট বছর বলে জানিয়েছিলেন। নিজের বাসা থেকে বের হয়ে সে হেঁটে চলে গিয়েছিল ৪৯ কিলোমিটার দূরে। অভয়ারণ্যে শিশু তিনোতেন্ডা বেঁচে থাকতে তার বনবিষয়ক জ্ঞান এবং বেঁচে থাকার দক্ষতা ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছেন মুরোম্বেদ্জি। তিনোতেন্ডা বেঁচে থাকতে বুনো ফল খাওয়ার পাশাপাশি লাঠি দিয়ে শুকনা নদীগর্ভে একটি ছোট কূপও খনন করেছিল। সেখান থেকে সে খাওয়ার জল সংগ্রহ করেছে। খরাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষকে শুকনা নদীগর্ভে কূপ খননের এই কৌশল শেখানো হয়। নিখোঁজ হওয়ার পর তিনোতেন্ডাকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছিলেন নিয়ামিনিয়ামি সম্প্রদায়ের লোকজন। প্রতিদিনই তাঁরা ড্রাম পেটাত, যাতে শব্দ শুনে সে বাসায় ফিরে আসতে পারে কিন্তু এতে কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পার্কের একজন রেঞ্জার তিনোতেন্ডাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। মুরোম্বেদ্জি বলেন, পঞ্চম দিন সে এক রেঞ্জারের গাড়ির শব্দ শুনে সেদিকে দৌড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্পের জন্য গাড়িটি তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে রেঞ্জার একই পথে ফিরছিলেন। ফেরার সময় তিনি 'ছোট্ট মানুষের নতুন পায়ের ছাপ' দেখতে পান। এরপর তিনোতেন্ডাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অনুসন্ধান চালান। এমপি মুরোম্বেদ্জি বলেন, বন-বাদাড়ে পাঁচ দিন কাটানোর পর উদ্ধার হওয়ার জন্য সম্ভবত এটা তিনোতেন্ডার শেষ সুযোগ ছিল। এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া ফেলেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা এই শিশুর দুর্দান্ত মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। একজন এক্সে লিখেছেন, 'এটা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে।' আরেকজন লিখেছেন, 'যখন সে স্কুলে যাবে, তখন বলার মতো একটি অসাধারণ গল্প তার ভান্ডারে জমা হয়েছে।'

খেতখামারে কাজ থাকে না, তাই গ্রীষ্মে খুনখারাবি বাড়ে, বিহার পুলিশকর্তার কথায় তোলপাড়

পাটনা, ১৭ জুলাইঃ একের পর এক খুনের ঘটনায় তোলপাড় বিহার। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিতর্কে ঘি ঢাললেন বিহার পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে করতে তিনি দাবি করেন, এপ্রিল থেকে জুন, এই তিন মাসে খুনের ঘটনা বেশি ঘটে, কারণ এই সময়ে চাষের কাজ থাকে না কৃষকদের। পরে বৃষ্টি নামলে পরিস্থিতি বদলায়। কৃষকসমাজ তখন চাষের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে অপরাধ কমে যায়। বিহার পুলিশের এডিজি (হেডকোয়ার্টার) কুন্দন কৃষ্ণন বলেন, ''সম্প্রতি বিহারজুড়ে অনেক খুন হয়েছে। সাধারণত এপ্রিল, মে, জুন, এই তিন মাসেই সবচেয়ে বেশি খুনের ঘটনা ঘটে। এই প্রবণতা বর্ষা আসা পর্যন্ত চলতে থাকে। কারণ কৃষকদের তত্দিন কাজ থাকে না। বর্ষা নামার পরে তাঁরা আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন এই ধরনের অপরাধ অনেকটাই কমে যায়।'' তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিকাজের অভাবকে খুনের কারণ হিসেবে দেখানোকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অবৈজ্ঞানিক বলে দাবি করেছেন অনেকে। তবে এখানেই থেমে থাকেননি কুন্দন কৃষ্ণন। তাঁর মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মিডিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলি খুনের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, ''বিহারজুড়ে খুন তো হয়েই চলেছে ঘটনা ঘটছে কিন্তু মিডিয়া বারবার একটার পর একটা খুনের খবর দেখাচ্ছে। নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে বলেই রাজনৈতিক দলগুলিও এসব বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।''

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ছড়ানো ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ওপর থেকে খুব কমই নিয়ন্ত্রণ হারান

ওয়াশিংটন, ১৭ জুলাইঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ছড়ানো ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ওপর থেকে খুব কমই নিয়ন্ত্রণ হারান। তবে এবার জেফরি এপস্টেইনকে ঘিরে তাঁর প্রশাসনকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ছড়িয়েছে, সে ঝড় আটকানো সম্ভবত ট্রাম্পেরও ক্ষমতার বাইরে।এপস্টেইনকে ঘিরে বিতর্ক ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর আলোচনায়। এক নাটকীয় বাঁক হয়ে এসেছে। এ নিয়ে নিজের 'মেগা' (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) আন্দোলনের সবচেয়ে সরব ও ষড়যন্ত্রতত্ত্বে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে চলে গেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পকে এবার আর ষড়যন্ত্রতত্ত্বের সূচনাকারী নয় বরং নিয়ন্ত্রণহীন এক ষড়যন্ত্রের শিকার মনে হচ্ছে। ট্রাম্পকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করছেন। তাঁকে এবার আর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা অভিজাত শাসনব্যবস্থা ভেঙেচুরে দেওয়ার মতো

শক্তিশালী বহিরাগত মনে হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত নারী নিপীড়নকারী জেফরি এপস্টেইন। শিশু-কিশোরীদের পাচার ও জোর করে যৌনদাসীর কাজ করানোর মতো গুরুতর অভিযোগে কারাবাসে ছিলেন মার্কিন এ ধনকুবের। নানা অভিযোগের বিচার চলাকালে ২০১৯ সালে নিউইয়র্কে একটি কারাগারের তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ওই মৃত্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। সে সময় জোর আলোচনা হয়েছিল, কারাগারের ভেতরেই আত্মহত্যা করেছেন এপস্টেইন। আবার ষড়যন্ত্রতত্ত্ব সামনে এনে অনেকে বলেছিলেন, আত্মহত্যা নয়, বরং খুন হয়ে থাকতে পারেন এপস্টেইন। দেশ-বিদেশের ক্ষমতাশালী এবং উঁচু তলার মানুষের সঙ্গে এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা এপস্টেইনের মক্কেল ছিলেন বলেও অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। এপস্টেইন তাঁর মক্কেলদের তালিকা রাখতেন বলেও শোনা যায়।ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স ২০২১ সালে অভিযোগ করেছিলেন, সরকার (জো বাইডেন প্রশাসন) এপস্টেইনের সেই 'মক্কেল তালিকা' গোপন করার চেষ্টা করছে। ওই তালিকায় ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের নামও আছে বলে শোনা গিয়েছিল।

CHANGE OF NAME
I, Majida Bibi Molla W/o Late Mostan Molla Residing at Vill - 7 No, Karamdinibati Uttar Para, P.o - Titkumar, P.s - Basanti, District - South 24 Parganas, Pin - 743329 West Bengal India shall henceforth be known as Mazida Molla. I declare that Majida Bibi Molla and Mazida Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-06-2025.

CHANGE OF NAME
I, Rajen Mehta alias Rajen Narottamdas Mehta (Old Name) S/o Narottamdas Chunilal Mehta Residing at 129/1, Bakul Bagan Road, Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Rajen Narottamdas Mehta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 51/2025 Dated 17-07-2025. Rajen Mehta, Rajen Narottamdas Mehta (Old Name) and Rajen Narottamdas Mehta (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Rama Rani Karmaker (পুরাতন নাম) স্বামী Gautam Karmakar ঠিকানা C-232 Survey Park, P.o - Santoshpur, District - Kolkata, Pin - 700075 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-07-2025 এর Affidavit no 50/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rama Rani Karmakar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rama Rani Karmakar (নতুন নাম) ও Rama Rani Karmaker (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I, BENOY KRISHNA GHOSH (Old Name) S/O JUGAL KISHORE GHOSH Residing at 206, Uttarayan Apartment, R.B.C. Road, P.O.&P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BINOY KRISHNA GHOSH (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 17-07-2025. BENOY KRISHNA GHOSH (Old Name) and BINOY KRISHNA GHOSH (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MD ABDUL WODUD (Old Name) S/O ABUL KHAYER BISWAS Residing at Vill & PO-Aziznagar, P.S.-Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743425 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL WODUD BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 17-07-2025. MD ABDUL WODUD (Old Name) and ABDUL WODUD BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Bachu Dey (Old Name) S/O- Nilkamal Dey residing at Vill & Po-Anandapally, Ps-Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby decrale that I have changed my name from Bachu Dey to Bachchu Dey and henceforth I shall be known as Bachchu Dey (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/07/2025 . My name Bachchu Dey & Bachu Dey both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rakhiya Khatun(Old Name) W/o Sabir Hossain Molla Residing at Vill. & P.O. Kalikapota, P.S. Usthi, Dist. South 24 Parganas have changed my name and shall henceforth be known as Mst. Rakhiya Khatun (New Name) as declared before the Ld. First Class Executive Magistrate, D/Harbour, Dist. South 24 Parganas. Rakhiya Khatun(Old Name) and Mst. Rakhiya Khatun (New Name) both are same and identical person vide affidavit no. 2960, Dated-10/12/24.

Name Change
I, Himangshu Barman (Old Name) S/O- Harimohan Barman residing at Shikarpur , Bhagirathisilpaashram , Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741248 do hereby decrale that I have changed my name from Himangshu Barman to Himanshu Barman and henceforth I shall be known as Himanshu Barman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/07/2025 . My name Himanshu Barman & Himangshu Barman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Aftab Ahmed Khan S/o Khairullah Khan Residing at 19, Madan Mohan Burman Street, 2nd Floor, near Riyaz Hotel, Barabazar, Kolkata-700007 do hereby solemnly affirm & declare my actual name Aftab Ahmed Khan instead of Aftab Ahmed, which is wrongly written in my LIC Policy (No. 415114232, 411942349 & 414642895), vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta. Aftab Ahmed Khan and Aftab Ahmed both are same and on identical person.

Name Change
I, Md Ilias Sk (Old Name) S/O- Md Israil Sekh residing at Singha Para Lane, Santipur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741404 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ilias Sk to Md Ilias Ali Sheikh and henceforth I shall be known as Md Ilias Ali Sheikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/07/2025 . My name Md Ilias Ali Sheikh & Md Ilias Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MD ABUL KHAIR (Old Name) S/O JAMAT ALI BISWAS Residing at Vill & PO-Aziznagar, P.S.-Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743425 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABUL KHAYER BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 17-07-2025. MD ABUL KHAIR (Old Name) and ABUL KHAYER BISWAS (New Name) both are same and identical person.

NAME CHANGE
I,IC-60237F RANK LT COL NAME VISHAL ASHOKRAO AHER UNIT HQ 17 CORPS,PANAGARH MILITARY STATION DECLARE THAT VISHAL ASHOKRAO AHER AS RECORDED IN MY ADHAR CARD NO 216070617011 AND VISHAL ASHOK AHER BOTH IS THE SAME & ONE IDENTICAL PERSON I.E.MYSELF VIDE AFFIDAVIT SL NO- 10219/SL NO-195 BEFORE THE COURT OF EXECUTIVE MAGISTRATE, DURGAPUR ON 26 JUNE 2025.

Name Change
I, Md Ismail Sk & Md Ismail Seikh (Old Name) S/O-Md Akkas Ali Sekh residing at Singha Para Lane, Santipur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741404 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ismail Sk & Md Ismail Seikh to Md Ismail Sekh and henceforth I shall be known as Md Ismail Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/07/2025 . My (new name) Md Ismail Sekh & (old name) Md Ismail Sk & Md Ismail Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sk Jahangir son of Late Sekh Akkel Ali, residing at Vill: Muragachhi, P.O – Abujhati, Dist: East Bardhaman, Pin: 713166, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Jahangir Ali as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/07/2025. Sk Jahangir and Sekh Jahangir Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Puja Roy (Old Name) W/O-Mintu Roy residing at Vill-Patulali , Po-Badkulla , Ps-Taherpur , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Puja Roy to Puja Roy Dey and henceforth I shall be known as Puja Roy Dey (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/07/2025 . My name Puja Roy Dey & Puja Roy both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Karima Bibi W/o Rahamat Molla Residing at Kashinathpur, Paschim Para, P.o - Chandaneswar, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743330, West Bengal, India shall henceforth be known as Charipan Bibi. I declare that Karima Bibi and Charipan Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-07-2025.

Name Change
I, Samnur Bibi (Old Name) W/O-Md Shamsuddin resident of Vill & Po-Purba Bahadurpur , PS-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Samnur Bibi to Samnur and henceforth I shall be known as Samnur (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/07/2025 . My name Samnur & Samnur Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rajni Gupta (Old Name) W/o Rakesh Gupta Residing at 9th Lane Vidyasagar Park, District - Kolkata, Pin - 700070 West Bengal India shall henceforth be known as Rajani Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide no 52/2025 affidavit Date 17-07-2025. Rajni Gupta (Old Name) and Rajani Gupta (New Name) both as same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, SOMA DAS GHOSH D/o- Late Badal Chandra Das, W/o- ARABINDA GHOSH, R/A-55, GOBINDAPUR ROAD, P.O.-LAKE GARDENS, P.S.-LAKE, KOLKATA-700045, (W.B.) have changed my name and shall henceforth be known as SOMA DAS as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Court at Alipore (W.B.) vide affidavit no. 81214 dated 20.12.2024. SOMA DAS GHOSH and SOMA DAS both are same and identical person.

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ভবঘুরের দেহ খুবলে খেল কুকুর! চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ অমানবিক ছবি উত্তরবঙ্গ

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতালের করিড়রে পড়ে থাকা ভবঘুরের দেহ খুবলে খেল কুকুর! বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের অনকোলজি বিভাগের সামনের করিডরের সামনে এমন ছবি প্রকাশ্যে আসে। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালের কর্মীরা দেহটি ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। এমন ঘটনা নিয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানান, যাঁর দেহাংশ কুকুরে খুবলে খেয়েছে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হননি। তিনি একজন ভবঘুরে। দেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী হয়েছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতাল সুপার এমন কথা বললেও, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালের মধ্যে ভবঘুরে কীভাবে ঢুকে পড়ল সেই নিয়েও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে কুকুরের উৎপাত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর পরিজনরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুধবার রাতে করিডরে এসে শুয়েছিলেন ওই ভবঘুরে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই কুকুরে তাঁর একটি পা খুবলে খায়। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাটি নজরে আসে। এরপরই হাসপাতালের কর্মীরা এসে দেহটি ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। এই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা। এবিষয়ে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

হাওড়া স্টেশনে ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট চেকিং ড্রাইভের ফলন উল্লেখযোগ্য ফলাফল

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ টিকিটবিহীন এবং অনিয়মিত ভ্রমণ রোধ করার লক্ষ্যে হাওড়া ডিভিশন কর্তৃক হাওড়া স্টেশন প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ

ম্যাজিস্ট্রেট-সমর্থিত টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। ৮ জন আরপিএফ এবং ২ জন জিআরপি কর্মীর সহায়তায় মোট ৫৮ জন টিকিট চেকিং কর্মী এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। এই নিবিড় অভিযানের ফলে ৪৬৮ টি টিকিটবিহীন ভ্রমণের ঘটনা সহ ৬০৭টি টিকিট অনিয়ম ধরা পড়ে। এই প্রচেষ্টার ফলে জরিমানা এবং জরিমানা হিসাবে ২,৮০,৬৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে, যা নিয়ম মেনে চলা এবং যাত্রীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিভাগের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে। পূর্ব রেলওয়ে সকল যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং বৈধ ভ্রমণ প্রদানে নিবেদিতপ্রাণ।

পোস্ট অফিস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চুরির চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ জুলাই ঃ একই বিল্ডিং এ অবস্থিত পোস্ট অফিস এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চুরির চেষ্টা। ঘটনায় চাঞ্চল্য কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জে। এদিন অফিস টাইমে ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের কর্মীরা এসে দেখতে পান জানালা ও গ্রিল ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। পোস্ট অফিসের কিছু নথি লন্ডভন্ড করা হলেও, ভল্টের টাকা চুরি করতে পারেনি দুষ্কৃতীরা। একইভাবে এখনো পর্যন্ত ব্যাংকের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। গোপালগঞ্জ পোস্ট অফিসের কর্মী পরিমল চ্যাটার্জি জানান, পোস্ট অফিসের কিছু জিনিসপত্র নষ্ট হলেও টাকাপয়সা ঠিক আছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছু জানায়নি। তবে সূত্র মারফত জানা গেছে, এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি পাওয়া যায়নি। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনা তদন্তি নেমেছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 158/SGP/5 th SFC/2025-26, Date: 17.07.2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 2 (Two) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **23.07.2025 at 12.00 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **25.07.2025 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন A) সুপ্রিয় আঠা, পিতা সচিদানন্দ আঠা, B) সুরজিৎ চ্যাটার্জী, পিতা দেবদাস চ্যাটার্জী উভয়ের সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৩৭০০ / ২৪ ও বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ২৮৯৯/ ২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) শিবানী চ্যাটার্জী, স্বামী তরুন চ্যাটার্জী, ২) অভিজিৎ চ্যাটার্জী, পিতা স্বর্গীয় তরুন চ্যাটার্জী, উভয়ের সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া ৩) তনুশ্রী হালদার, স্বামী গৌতম দেঘরিয়া, সাকিম কেশিয়াড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া। ৪) বেবী চ্যাটার্জী (মুখার্জী), স্বামী অভিজিৎ মুখার্জী, সাকিম কাটানদার দুয়ারীপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী গৌতম চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ৪৩৪২ / ২০২৩ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগদল্লা মৌজায় (জে.এল-১৯৬) ২২০ খতিয়ানভুক্ত হাল ২৯৬ নং দাগে মোট ০.০৪৯৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

নিরাপদ ও পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ করতে ৮৬০ কোটি ঋণ মঞ্জুর এডিবির

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রাজ্যে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপদ ও পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে আরও ১০ কোটি ডলার বা প্রায় ৮৬০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এডিবি। এই প্রকল্পের আওতায় উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলার ১৬ লক্ষের বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। এই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক, ফ্লুয়োরাইড ও লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। কেন্দ্রীয় পানীয় জল মানদণ্ড মেনে এই সমস্যা দূর করে পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হবে। এই ঋণের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার লবণাক্ত জলপ্রবণ এলাকায় নতুন জল সরবরাহ প্রকল্প তৈরি হবে। পূর্ব মেদিনীপুরে বিকল্প পরিস্রুত জলের উৎস গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে জল পরিষেবা পরিচালনায় সক্ষম করে তুলতে জলের মিটার বসানো, মাসুল নির্ধারণের নীতির মতো বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে এডিবি প্রথম পশ্চিমবঙ্গে পরিশ্রুত জলের প্রকল্পে ২৪ কোটি ডলার লগ্নি করে। তখন থেকেই বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যেই চারটি জল পরিশোধন কেন্দ্র, ৭৯ টি জলাধার এবং ৬,২০০ কিলোমিটার নলবাহিত জলের লাইন বসানো হয়েছে। জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে এই পরিকাঠামোর উপর নজরদারিও চালু হয়েছে।

ভয়াবহ ভূমিধস দার্জিলিংয়ে! মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৭ জুলাই ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকেই একটানা বৃষ্টি চলছে দার্জিলিং সহ পাহাড়ি এলাকায়। আশঙ্কা সত্যি করেই ভূমিধসের কবলে দার্জিলং। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস দার্জিলিংয়ে। বিজনবাড়ি ব্লকের গোকে এলাকায় বিশাল ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে। ঘটেছে প্রাণহানিও। হঠাৎ ভূমিধসে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বাবা-মেয়ের। ভূমিধস যখন নামে, তখন বাড়ির সামনেই কাজ করছিলেন ২৮ বছর বয়সী প্রণীল লিম্বু ও তাঁর ৮ বছরের মেয়ে সামান্থা লিম্বু। হঠাৎ পাহাড় থেকে বড় বড় ভারী পাথর পড়তে শুরু করে। পাথরের নীচে চাপা পড়ে যান দুজনেই। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই ৮ বছরের সামান্থাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। ওদিকে পরে স্থানীয়রা ও পুলিস মিলে খাদ থেকে উদ্ধার করে প্রণীলের দেহ। ভূমিধসের কারণে দার্জিলিংয়ে এই বছর এটিই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা।

অস্ত্র দিয়ে মহিলার উপর হামলা, অভিযুক্ত পলাতক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত গাঙ্গেদ্দা গ্রামে এক মহিলার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে । গুরুতর আহত মহিলাকে চিকিৎসার জন্য কান্দি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , বৃহস্পতিবার সকালে পুকুরের ধারে মহিলা যখন বাসন মাজছিলেন, তখন এক প্রতিবেশী যুবক হঠাৎই পেছন থেকে তাঁর উপর হামলা চালায়। যুবকটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে মহিলার ঘাড়ে আঘাত করে, যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে, পুলিশ জানার চেষ্টা করছে যে, নির্যাতিতা এবং অভিযুক্ত যুবকের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা। বর্তমানে অভিযুক্ত যুবক পলাতক এবং তার সন্ধানে পুলিশি অভিযান চলছে।

অবৈধ ভাবে কোপ পড়ছে চরে - গতিপথ বদলাচ্ছে রূপনারায়ণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুলাইঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুরে অভিযোগ উঠেছে রূপনারায়ণ নদ থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার। দিনের পর দিন অবৈধভাবে চর থেকে মাটি কাটার জন্য ভাঙনের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় এলাকাবাসীরা। গঠন হয়েছে ' রূপনারায়ণ বাঁচাও কমিটি '। এই কমিটির সদস্যদের এবং এলাকাবাসীদের

অভিযোগ রূপনারায়ণ নদের চর থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইঁটভাটায়। অবৈধভাবে মাটি কাটা রুখতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওই কমিটি। অবৈধভাবে মাটি কাটার তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসনিক নানান দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। রূপনারায়ণ নদের একদিকে হাওড়া এবং অন্যদিকে মেদিনীপুরের কোলাঘাট অবস্থান করছে। শ্যামপুরের শশাটির বাসিন্দারা অভিযোগের সুরে বলেন, রূপনারায়ণ নদে একাধিক যন্ত্র নামিয়ে ভাটার সময় গভীর করে চর কেটে মাটি তুলে নদের পাড়ে তুলে রাখা হয়। পরে ঐ মাটি ইঁটভাটায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ মাটি দিয়েই ইঁট তৈরি করা হয়। 'রূপনারায়ণ বাঁচা' ও কমিটির সদস্যরা বলেন, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে বে-আইনি ভাবে রূপনারায়ণ নদ থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রূপনারায়ণ নদের গতি পথের পরিবর্তন হচ্ছে। রূপনারায়ণ নদে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ প্রশাসনিক দপ্তর গুলিতে বারংবার জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। সমস্যা সমাধানে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সদস্যরা বলেন, রূপনারায়ণ নদকে বাঁচানোর জন্য পাঁচ বছর আগে পঞ্চাশ কিলোমিটার পদযাত্রা করা হয়েছিল। এ বছর বর্ষা কেটে গেলে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সদস্যরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বর্ষার সময় বাদ দিয়ে সারা বৎসরই এই অবৈধভাবে মাটি কাটা চলে রূপনারায়ণ নদে। প্রশাসনিক কর্তারা সব দেখে চোখে ঠুলি এঁটে মুখে কুলুপ দিয়েছেন। রূপনারায়ণের চর থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় একটি ইটভাটার মালিক হায়দার আলী দাবি করে বলেন, আমি আমার নিজস্ব রায়ত জায়গা থেকে মাটি কাটি। এর জন্য সরকারকে রাজস্ব ও দিয়ে থাকি । শ্যামপুরের প্রত্যেক ইঁটভাটার মালিকরা এভাবেই রূপনারায়ণের নদ থেকে মাটি কাটে। এই গুলো আমাদের পলি খাদ । রূপনারায়ণ নদে অবৈধভাবে মাটি কাটা প্রসঙ্গে সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, নদ - নদীর চর থেকে বের - আইনি। উপযুক্ত তদন্ত করা হবে। প্রয়োজনে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হবে । এই প্রসঙ্গে শ্যামপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নদেবাসী জানা বলেন, বে- আইনি ভাবে কোনো ভাবেই মাটি কাটা যাবে না। অবৈধভাবে মাটি কাটার বিষয়টা আমার জানা ছিল না। খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে । শ্যামপুরের ভূমি দফতরের আধিকারিক কাজল সরকার বলেন, রূপনারায়ণ চরের মাটি কাটার কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এই প্রসঙ্গে বিরোধীরা বলছেন - তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব যতই বলুক মাটি কাটার বিষয়টা তাদের জানা নেই, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই অবৈধভাবে মাটি কাটায় তৃণমূল কংগ্রেস এর স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, ভূমি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বাঁ হাতের চুক্তির সম্পর্ক আছে।

আউশগ্রাম-২ ব্লকে রাস্তা তৈরির নামে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগঃ কাঠগড়ায় তৃণমূল ব্লক সভাপতি

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম-২ ব্লকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প MGNREGS-এর আওতায় রাস্তা তৈরির কাজ শেষ না করেই সম্পূর্ণ অর্থ তুলে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সেখ আব্দুল লালন। অভিযোগ, তিনি নিজেই কন্ট্রাক্টর হয়ে নিজের পরিবারের নামে একাধিক প্রকল্পের কাজ নিয়েছেন এবং প্রায় দু'কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সূত্রের খবর, অমরপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তত দশটি রাস্তা তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় চার কোটি টাকা। আকুল্লা থেকে মৌখিরা, মঙ্গলপুর থেকে রথতলা, মৌখিরা থেকে রনঘান সহ সাতটি রাস্তার কাজ শুরু হলেও কোথাও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, আবার কোথাও কাজ অসমাপ্ত রেখেই পুরো টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুস শুকুর সেখ বলেন, রাস্তার কাজে খুব খারাপ মানের সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে। অনেক জায়গায় তো রাস্তা শেষই হয়নি। আমরা প্রতিদিন চরম দুর্ভোগে পড়ছি। রাস্তার পাশাপাশি দুর্নীতির বিচার চাই। তৃণমূলেরই একাংশের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি লালন সেখ নিজের প্রভাব খাটিয়ে পরিবার-ঘনিষ্ঠদের নামে কাজের টেন্ডার নিচ্ছেন। রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জলের মতো কাজেও মিশে আছে তার পরিবার। নিচু মানের কাজের প্রতিবাদ করলেই শাসানি মিলছে রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়ে। বিরোধী বিজেপির ব্লক নেতা রাজু পাত্র বলেন, তৃণমূল মানেই এখন কাটমানি আর দুর্নীতি। ব্লক সভাপতি লালন তো দুর্নীতির পোস্টার বয়। সরকারি প্রকল্পের টাকা হোক বা বালি-মোড়াম চুরি, সবেতেই নাম জড়িয়েছে তার। বারবার পঞ্চায়েত ও বিডিওকে অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। কারণ, তার মাথার উপর রয়েছে শাসকদলের ছাতা। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সেখ আব্দুল লালন। তিনি পাল্টা দাবি করেছেন, প্রতিটি প্রকল্পের কাজ এলাকাবাসী চোখে দেখেছে। যারা অভিযোগ করছেন, তারা এলাকার দুষ্কৃতী। কয়েক বছর আগেই রাস্তার কাজ হয়েছে, তখন কেউ কিছু বলেনি। এখন কেন্দ্রীয় দল এলেই হঠা মিথ্যা অভিযোগ? এর পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। তৃণমূল নেতৃত্ব যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি, তবে কেন্দ্রীয় দল পরিদর্শনের প্রাক্কালে এমন অভিযোগ সামনে আসায় চাপে পড়ে গেছে শাসকদল। স্থানীয় মানুষ চাইছেন স্বচ্ছ তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ।

শিক্ষকের মারে অসুস্থ ১৫ থেকে ২০ জন ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৭ জুলাই ঃ এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের মারে অসুস্থ প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন ছাত্রী। তাদের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাটে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল- আমিন ব্রিলিয়ান্ট একাডেমিতে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম খুরশিদ আলাম। ওই শিক্ষককে আটক করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। জানা গেছে, ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগ জানিয়েছিলো যে তারা ওই শিক্ষকের ক্লাস করতে চান না। আলাদা শিক্ষক দেওয়ার আবেদনও তারা করে। আজ বৃহস্পতিবার সকল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ ক্লাস চলাকালীন ছাত্রীদের চুলের মুঠি ধরে মারধর করার অভিযোগ ওঠে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষকের মারে অসুস্থ হয়ে পড়ে ১৫ থেকে ২০ জন ছাত্রী, অসুস্থ ছাত্রীদের উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। এই ঘটনায় হোস্টেল ইনচার্জ কোন মন্তব্য করতে চাননি। তবে একাডেমির অন্যতম সদস্য মোঃ ডালিম জানান যে খুরশিদ আলাম একজন অতিথি শিক্ষক। তিনি অন্য জায়গায় চাকরি করেন। বাড়িতে টিউশনি পড়ান। এই একাডেমিকে ঘন্টা দেরেকের জন্য উনি বা কখনো উনার স্ত্রী বায়োলজি পড়াতে আসতেন। কিন্তু ছাত্রীরা একাডেমীর অফিসে অভিযোগ করেন যে তারা ওনার কাছে পড়তে চান না। এরপরেই ওই শিক্ষক ছাত্রীদের উপর ক্ষেপে যান। আগেও এই নিয়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে উনার গন্ডগোল হয়। তিনি আশা করেছিলেন ম্যানেজমেন্টে কোন একটা পদে থেকে তার এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু এখানে সেটা কি করে করা যাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন ঝামেলা হোক অশান্তি হোক আমরা চাই না। আর তাছাড়া আমাদের মেইন অফিস খড়গপুর ঠিক করবে কে ম্যানেজমেন্টে থাকবে, কে থাকবে না। রামপুরহাট থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়ে এসেছিলেন। তারা পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারপর অভিযুক্ত শিক্ষককে রামপুরহাট থানায় নিয়ে যান।

ফ্রিজে ছেলের মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতালে বাবা-মা, আদালতের নির্দেশে বিচারের আশা!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুলাই ঃ রহস্যজনক ভাবে মৃত ছাত্রের মৃত্যুর আসল কারণ জানতে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য ছেলের মালদা থেকে নিয়ে যাওয়া হল কল্যাণী এইমস-এ। বুধবার গভীর রাতে ফ্রিজে থাকা অবস্থায় গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় দেহ। হাইকোর্টের নির্দেশের পরই মানিকচক থানার পুলিশ বাহিনী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দেহ সমেত ফ্রিজকে গাড়িতে করে পাঠানো হয় নদীয়ার কল্যাণীর এইমস-এর উদ্দেশ্যে। শিউরে ওঠা এমন ঘটনা মালদার মানিকচক ব্লকের হিরানন্দপুর অঞ্চলের কেদারটোলা গ্রামের। জানা গেছে, গত ১৪ দিন আগে মালদার মানিকচকের এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় এক অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়ার শ্রীকান্ত মণ্ডলের মৃতদেহ। এই ঘটনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খুন করার অভিযোগ তুলে সরব হয় মৃত পড়ুয়ার পরিবার। এরপর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় মানিকচক থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার পর পুলিশ রিপোর্টে পরিবারকে জানায় আত্মহত্যা করেছে তাঁদের ছেলে। তবে আত্মহত্যার কথা মানতে নারাজ হয় পরিবার। ময়নাতদন্তে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিলেও সৎকার্য করেনি পরিবার। সঠিক ময়নাতদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় পরিবার। আদালতে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ছেলের মৃতদেহ বাড়িতেই ফ্রিজের এবং বরফের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখেন পরিবারের সদস্যরা। মৃতের বাবা প্রেম কুমার মণ্ডল ও পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। সঠিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং দোষীকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত দেহ সৎকার্য হবে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কোনওরকম গাফিলতি হলে আবার ময়নাতদন্তের দাবি জানান পরিবারের সদস্যরা। এরপরই হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় পরিবার। বুধবার হাইকোর্টে মামলা করার প্রায় ১৪ দিন পর হাইকোর্টের নির্দেশ আসে পুনরায় ময়নাতদন্তের জন্য। হাইকোর্টের নির্দেশে বলা হয় মৃতদেহ পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হবে কল্যাণী এইমস-এ।

জলঙ্গিতে উদ্ধার সদ্যোজাতের দেহ, কে বা কারা ফেলল? তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার সকালে জলঙ্গিতে উদ্ধার সদ্যোজাতর দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার পলাশীপাড়া থানার চকবেরিয়া এলাকায়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা নদীতে স্নান করতে এসে দেখেন ঘাটের ধারে জলের তলায় পড়ে রয়েছে সদ্যোজাতর দেহ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন পলাশীপাড়ার থানায়। পুলিশ এসে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কে বা কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা। তবে প্রাথমিক অনুমান, রাতের অন্ধকারে শিশুটিকে ফেলে যাওয়া হয়েছে। সারারাত ওই অবস্থায় পড়ে ছিল সদ্যোজাত। তার জেরেই মৃত্যু বলে প্রাথমিক অনুমান। তবে শিশুটি জলে ফেলার আগেই মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, সকাল ৭টা নাগাদ এখানে এসে বিষয়টি জানতে পারি। পুলিশ সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বড় অপরাধ। বলার ভাষা নেই। এই রকম ঘটনা আবার ঘটুক আমরা চাই না। প্রশাসন বিষয়টিকে খতিয়ে দেখুক। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

Notice

আমি Sima Sarkar D/o - Mahendra Nath Sarkar residing at Dogachhi P.O. Dogachhi P.S. Kotwali Dist. Nadia W.B. গত ১১.০৭.২০২৫ তাং আমার Scheduled Caste Certificate হারিয়ে যায়, যাহার G.D.E. No. 1315, Kotwali PS, Nadia. যদি কোন স্ব-হৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আমি, গোপাল সিংহি, পুত্র রামাবতার সিংহি, ৩০, ভগত সিং সরণি, পাঞ্জাবিপাড়া, ১৩ নং ওয়ার্ড, উলুরাম আত্তা চাক্কির কাছে, পোস্ট অফিস শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ, যা গোপাল আগরওয়ালা নামেও পরিচিত। ১৬.৭.২০২৫ তারিখের হলফনামা অনুসারে, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এর লে. প্রথম শ্রেণীর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শপথ নিয়ে, আমি আন্তরিকভাবে ঘোষণা করছি যে গোপাল সিংহি এবং গোপাল আগরওয়ালা উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

একই দিনে একই স্থানে পাঁচটি দুর্ঘটনা, তাজ্জব কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই ঃ একই দিনে একই স্থানে পাঁচটি দুর্ঘটনা পরপর ঘটেছে। এই কান্ড দেখে তাজ্জব কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। কারণ বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। কিছু সময়ের ব্যবধানে পাঁচটি সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এদিন দেখা গেল আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা গুরুদুয়ার সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। স্থানীয়দের দাবি এই সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। তবে পর পর পর দুর্ঘটনার সাক্ষী তারা থাকেননি। এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রথমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে বন দফতরের একটি গাড়ি। এরপর একটি জওয়ানদের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। যেখানে দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, প্রাণে বেঁচে যান দুই গাড়ির চালক। এরপর একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ধারে থাকা একটি দোকানে ধাক্কা মারে। যার কারণে দোকানটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর আরও দুটি দুর্ঘটনা ঘটে ওই জাতীয় সড়কে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও, এর মধ্যে জওয়ানদের গাড়ির দুর্ঘটনার খবরই পুলিশের কাছে এসেছে এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ বলে দাবি তাদের। তবে এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা চারণজিত সিং বলেন, ভয়াবহ কোনও দুর্ঘটনা না হলেও, সকালে কিছু সময়ের মধ্যে মোট পাঁচটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিছুদিন আগেই এই জাতীয় সড়ক পুনরায় মেরামত করা হয়, ফলে বৃষ্টিতে সড়ক পিচ্ছিল হয়ে পড়ছে এবং গাড়ির ব্রেক কষার পরও তা না কাজ না করায় এই দুর্ঘটনা।

Kharagpur-II Panchayat Samity
Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT11/ 25-26

Separate tenders are invited by the undersigned for the work of : Construction of cover concrete Drain. Last date of Submission of Bid(Online): **23.07.2025 up to 6.55 pm**. Date of Opening of Technical Bid(Online): **26.07.2025 at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kharagpur-II Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী চামেলী মুখার্জী, স্বামী- শ্রী রমেশ মুখার্জী, নিবাস- বিপ্রন্নপাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪১১ প্রকাশ থাকে যে, ০৫০৪ ০২২৮২/২০২৪ (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত) নং দলিল মূলে শ্রী তারকনাথ আশ পিতা-স্বর্গীয় গুইরাম আশ, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (POWER No. 50403990/22 ও 050401294/23, (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত) দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তার দ্বারা শ্রী বাপি প্রামানিক, পিতা- স্বর্গীয় মানিক প্রামানিক ইহার নিকট হইতে মৌজা- ভান্ডারদহ গ্রামে হাল ২৫৭৩ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ২৬৭১ নং দাগ হইতে আগত, হাল ২৭২৫ নং দাগে ১.৩৩ শতক এবং সাবেক ২৬৭১/৩৬৪৫ নং দাগ হইতে আগত হাল ২৭২৬ নং দাগে ৩ শতক সম্পত্তি মোট দুইটি দাগে ৪.৩৩ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া ভোগ দখলে কায়েম আছেন। এক্ষনে উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য ডোমজুড় বি.এল.এণ্ড এল. আর. ও অফিসে আবেদন করেছেন। কারোর কোন আপত্তি থাকলে ডোমজুড় বি.এল. এণ্ড এল.আর.ও অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

পদ্মায় জল বৃদ্ধি শুরু হওয়াতে হতাশায় ভুগছেন তারানগরের গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জুলাই ঃ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙন মুর্শিদাবাদের নতুন কিছু নয়। লালগোলা পদ্মায় জল বৃদ্ধি শুরু হওয়াতে হতাশায় ভুগছেন তারানগরের গ্রামবাসীরা। অনেকেই আবার বাড়ি ভেঙে পালিয়ে যাচ্ছেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ নেমে এসেছে। ফলে পদ্মার জল বাড়ায় ভাঙন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। কিন্তু ভাঙনরোধের জন্য প্রশাসন স্থায়ী কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর এই ছবি দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের লালগোলার তারানগর

এলাকায়। মুর্শিদাবাদের গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, বেশ কয়েকদিন থেকে পদ্মা নদীতে জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। অল্প অল্প করে ভাঙতে শুরু করেছে পদ্মার পাড়। এর ফলে ভীষণ ভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তারা। রাতের বেলায় ঘুম হচ্ছে না এলাকাবাসীদের। যে কোনও মুহূর্তে পদ্মায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে ভাঙন রোধের জন্য স্থায়ী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। সঠিকভাবে ভাঙনরোধের কাজ হচ্ছে না, বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লালগোলার তারানগর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পদ্মা ভাঙন হচ্ছে। গতবছর পদ্মা ভাঙনের সময় নদীতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্ষার সময় জলস্তর বৃদ্ধি ও কমার সময় ভাঙনের গ্রাসে পড়ে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষজন। তবুও চোখে মুখে মুখে আতঙ্কের ছাপ নিয়েই তাদের দিনযাপন করতে হয়। ফলে ভাঙনের আতঙ্ক এখন প্রবল গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে।

আলিপুরদুয়ার জংশনে মেকানাইসড ক্লিনিং -এর চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/ ৬৩৯৯৮১২; তারিখ ঃ ০৮-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **কাজের নাম** ঃ ০৪ বছরের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশন এবং সঞ্চালন এলাকার মেকানাইসড ক্লিনিং -এর চুক্তি। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য** ঃ ৩,৮৮,৫১,৫৮৪/- টাকা; **ইএমডি মূল্য** ঃ ৩,৪৪,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **২১:০০** টা এবং খোলা **০২-০৮-২০২৫** তারিখে **২১:৩০** টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি **http://www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M)
Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 03/2025-26/CDGP dated- 09/07/2025

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **11/07/2025 to 18/07/2025** ii) Last date of submission tender documents: on or before **18/07/2025 upto 3.00 pm.** Date of opening of technical bid: on **21/07/2025 (at 3.00PM onwards).** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Chharra-DumdumiGram Panchayet

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ A) ঋষভ ড্রোলিয়া, পিতা প্রমোদ ড্রোলিয়া, B) রশ্মি ড্রোলিয়া, স্বামী শুভম ড্রোলিয়া, উভয়ের সাকিম কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া। গত ১২.১২.২০২২ তারিখে KOLKATA A.R.A II OFFICE এর ১৪৯৪৮ নং কোবালা দলিল মূলে ১। বিদ্যাসুন্দর হালদার, ২। চিরসুন্দর হালদার, উভয়ের পিতা রবীন্দ্রনাথ হালদার, উভয়ের সাকিম সারেশকোল, নেতুরপুর, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া, ৩। অভিজিত চ্যাটার্জী, পিতা আনন্দ কুমার চ্যাটার্জী, ৪। শ্রীমতী কবিতা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী অভিজিত চ্যাটার্জ্জী, উভয়ের সাকিম যুগীপাড়া, বাঁকুড়া, ৫। কার্ত্তিক কুম্ভকার, পিতা বিজয় কুম্ভকার, সাকিম ও পোঃ জুনবেদিয়া, থানা ও জেলা -বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৪ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ০৬.১২.২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের ৭০১১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও উক্ত ৫ নং দাতা পক্ষে গত ইংরাজী ০৯.১২.২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার A.D.S.R অফিসের ৬৫১৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত দুই আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ২৩১২, ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৮৩০, ২৮৩৬, নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৮৭, ৬৯৭ নং দাগে মোট ২৭.৮০ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

আদিবাসী অধ্যুষিত ডুয়ার্সে করুখ ভাষা প্রচারের উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৭ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ মন্ত্রী বুল চিক বড়াইক কুরুখ লিটারেসি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত মালবাজারে ১৫ দিনের কুরুখ ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলমান এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের লক্ষ্য হল ডুয়ার্স অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে কুরুখ ভাষা প্রচার করা। যদিও অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই, তরুণ এবং বয়স্ক উভয়ই, সাবলীলভাবে কুরুখ বলতে পারেন, তারা কখনও তাদের নিজস্ব ভাষায় পড়তে এবং লিখতে শেখার সুযোগ পাননি। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সেই ব্যবধান পূরণ করতে এবং মাতৃভাষা সাক্ষরতার মাধ্যমে সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িত করতে সহায়তা করবে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে কুরুখকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা রাজ্য সরকার প্রথম ঘোষণা করে, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে। এরপর ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা (সংশোধন) বিল পাস হয়, যার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কুরুখকে রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দূরদর্শী পদক্ষেপটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নেওয়া হয়েছে, যিনি সর্বদা উপজাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকারকে সমর্থন করে আসছেন। মন্ত্রী শ্রী বুলু চিক বারাইক আমাদের রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও উন্নয়নের জন্য একজন অক্লান্ত প্রবক্তা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং আশীর্বাদে, তিনি শিক্ষা, অবকাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উভয় বিভাগের মাধ্যমে অসংখ্য উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টা ডুয়ার্স, তরাই এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য উপজাতি অঞ্চলে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for One (01) nos. works vide **E-NIT No: - 14/ B.D.O/HPL/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার
টাটা মেমোরিয়ার হাসপাতাল
পরেল, মুম্বই

ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

পদ উপলব্ধ

এসটি/এসসি-দের জন্য বিশেষ নিয়ো অভিযান

Advt. No.: TMC/AD-69/2025 তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৫

টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার (টিএমসি) নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে

স্থানঃ টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মুম্বই

ক্রম. নং.	পদের নাম
১.	মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট 'সি'
২.	টেকনিসিয়ান 'সি' (আইসিইউ / ওটি)
৩.	স্টেনোগ্রাফার

অনলাইন আবেদনপত্রের শেষ তারিখ ০৮.০৮.২০২৫ বিকেল ৫.৩০ পর্যন্ত (ভারতীয় সময় অনুসারে)
দয়া করে আবেদন ওয়েবসাইটে যান **https://tmc.gov.in** এবং 'ক্যারিয়ারস্'-এ ক্লিক করুন **(Advt. No. TMC/AD-69/2025)**
CBC48149/12/0004/2526

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar, Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com